শারদীয় সংখ্যা
Sharodia Issue

চিন্ময়ী
Chinmoyee 2019

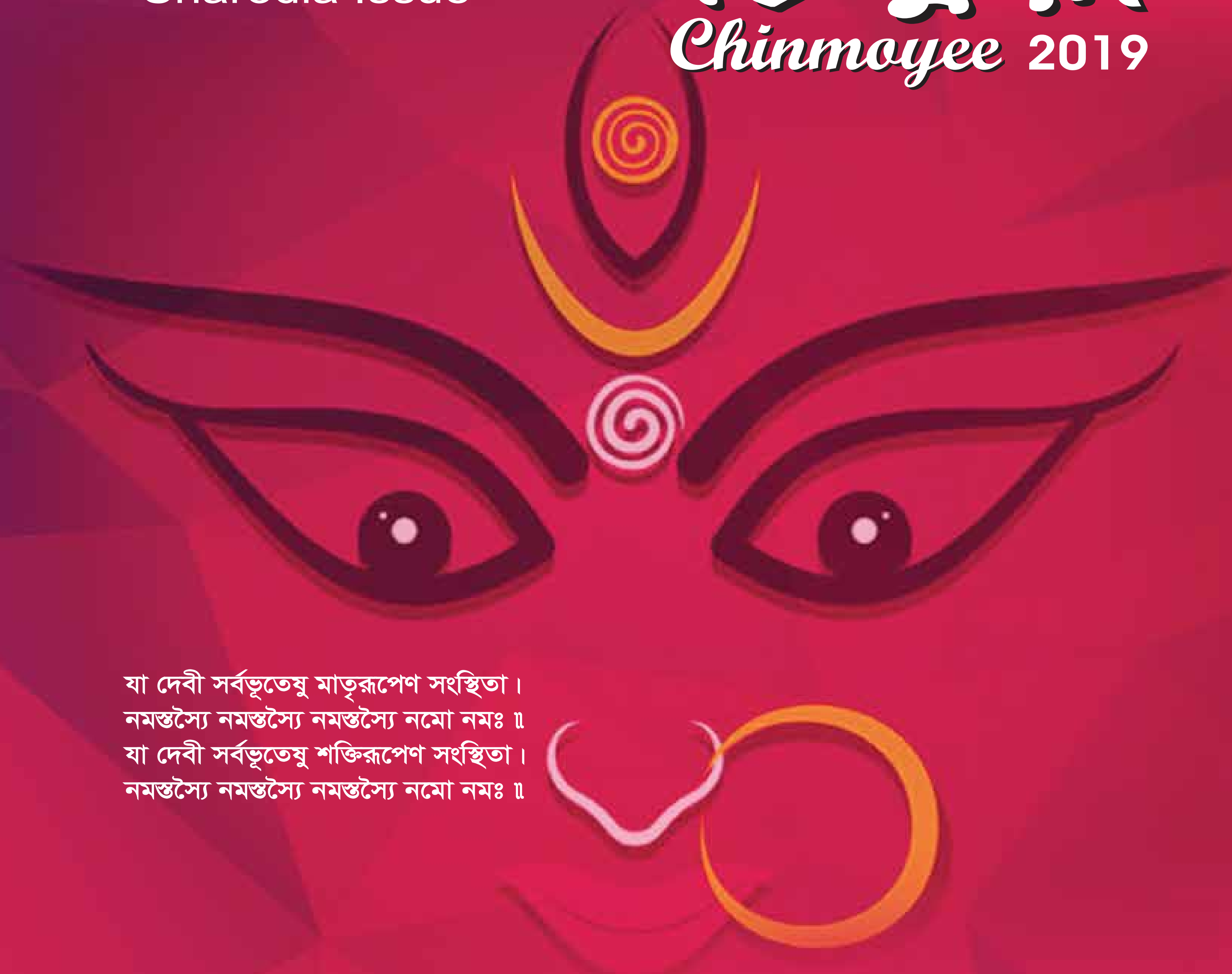

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥

BANGLADESH CANADA HINDU CULTURAL SOCIETY &
BANGLADESH CANADA HINDU MANDIR
TORONTO

LAW OFFICE

শারদীয় শুভেচ্ছা

Chayanika Dutta

Barrister, Solicitor & Notary Public
Nagpal Dutta Professional Corporation
2224 Kingston Road, Scarborough
Ontario, M1N 1T9
Phone: (416) 406-4529, Ex-3
Cell: (416) 879-5240
Fax: (416) 778-4528
E-mail: chaya@duttalaw.com

Areas of Practice

- Real Estate: Residential/Commercial - Purchase, Sale and Refinancing
- Civil Litigation: Claims, Defences, Writs and Garnishment
- Immigration: Invitation letters, Family Sponsorship, Appeals, Refugee Matters, Skilled Worker & Business Class
- Family Law: Separation Agreements, Divorce, Child/Spousal support, Custody/Access
- Power of Attorney, Wills, Affidavits, Declaration & Notarization.

Proficient in English, Bengali, Urdu & Hindi

2nd Cover Page

দেবীর ধ্যান

ওঁ কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈ-ররিকুল-ভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাং,
শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈ-রুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাম্ ।
সিংহ-স্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবন-মখিলং তেজসা পূরয়ন্তীং,
ধ্যায়েদ্ দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশ পরিবৃতাম্ সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ ॥

Om Kala-abhrabham katakshair-arikula-bhayadaam
mauli-baddheyndurekham shankham chakram kripanam
trishikhamapi karaih-rudwahantim trinetraam |
Sinhaskandha-adhiruddham
Tribhuban-makhilam tejasa purayantim
dhyaayed Durgam Jayakhayam tridasha-paribritam
sebitam siddhikamaih ||

One should meditate on Mother Durga whose another name is Jaya,
who has the complexion of deep dark cloud,
whose mere glance can arouse fears to the enemies,
tightly fastened in her crown is the shining crescent moon.
Who has three eyes, who is holding conch, disc, sword, and
three-pointed weapon (trident) in her hands,
Who is riding on a lion, and is energizing all
three worlds with her brilliant light, who is always surrounded by Gods,
she is served by those who want success.

দেবীর ঘোটকে আগমন

দেবীর ঘোটকে গমন

ছত্রভঙ্গস্তুরঙ্গমে
ফল : ছত্রভঙ্গ
ছত্রভঙ্গস্তুরঙ্গমে
ফল : ছত্রভঙ্গ

কার্যকরী কমিটি ২০১৮-২০২০

BANGLADESH CANADA HINDU CULTURAL SOCIETY &
BANGLADESH CANADA HINDU MANDIR
TORONTO, CANADA

Bangladesh Canada Hindu Cultural Society
&
Bangladesh Canada Hindu Mandir

Executive Committee 2018-2020

Name	Designation
Bijit Roy	President
Sajal Deb	Vice President
Borendra Sanyal	General Secretary
Biswajit Mitra	Assistant General Secretary
Satyabrata Purkayastha	Finance Secretary
Nobarun Dey	Assistant Finance Secretary
Mrityunjoy Saha (Pappu)	Office Secretary
Taposh Deb	Cultural Secretary
Imon Das	Assistant Cultural Secretary
Dilip Kumar Saha	Organizing Secretary
Palak Datta	Secretary, Project Management
Ajoy Banik	Secretary, Puja Management
Sujit Das (Subodh)	Secretary, Prosad Management
Deepika Ghosh	Secretary, Puja and Vogh Management
Dr. Ashis Das	School Secretary
Bikash Ghosh	Secretary, Property Management
Razib Chandra Ghosh	Secretary, Youth Affair
Benoy Majumder	Director
Moyna Das	Director

Board of Trustees (BOT) 2016-2020

Name	Designation
Nirmal Kar	Chairman
Ajoy Das	Member
Anil Nath	Member
Ashok Debnath	Member
Sabyasachi Chowdhury (Jishu)	Member
Debobrata Dey (Tomal)	Member
Rajat Paul	Member
Deb Kumar Sarma	Member
Ramapada Paul (Mintu)	Member
Bijit Lal Roy	Member
Borendra Sanyal	Member
Satyabrata Purkayastha	Member
Produyt Chakraborty	Member
Jhantu Debnath	Member
Dilip K. Halder	Secretary

Executive Committee 2016-2018
President : Shebu Choudhury
General Secretary : Arun P. Paul

Executive Committee 2014-2016
President : Shubhash Roy
General Secretary : Borendra Sanyal

Executive Committee 2012-2014
President : Shubhash Roy
General Secretary : Chanchal Saha

Executive Committee 2009-2011
President : Nirmal Kumar Kar
General Secretary : Shubhash Roy

Executive Committee 2007-2009
President : Arun Dutta
General Secretary : Ramapada Paul

Executive Committee 2005-2007
President : Anil Nath
General Secretary : Samir Lal Datta

Executive Committee 2004-2005
President : Ajoy Das
General Secretary : Debobrata Dey (Tamal)

Executive Committee 2003-2004
President : Anjan Datta
General Secretary : Debobrata Dey (Tamal)

Executive Committee 2002-2003
President : Shebu Choudhury
General Secretary : Sudip Shome (Rinku)

Executive Committee 2001-2002
President : Kirit Bikram Sinha Roy
General Secretary : Sabyasachi Choudhury

Executive Committee 2000-2001
President : Sudip Dey (Anju)
General Secretary : Bijit Roy

Executive Committee 1997-2000
President : Alok Choudhury
General Secretary : Kishore Chowdhury

Executive Committee 1996-1997
President : Swadesh Saha
General Secretary : Bibekananda Talukder

Executive Committee 1994-1995
President : Sudhangshu Datta (Suda)
General Secretary : Bibekananda Talukder

Puja Mandap
16 Dohme Avenue, Toronto
ON M4B 1Y9
Phone: (416) 693-4444

পুরোহিতবৃন্দ
শ্রী প্রসাদ ব্যানার্জি
শ্রী শ্যামল ভট্টাচার্য্য
শ্রী মিটল পারিয়াল

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সনাতন ধর্মে গোপূজা ও গোহত্যা	জয়দেব রায় চৌধুরী	৭
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা : আমিই জগতের কারণ	বিদ্যুৎ মজুমদার	১১
শ্রীশ্রী রামঠাকুর	অরুনাংশু হোর	১৫
ঝুঁকির মুখে যখন পণ্ডিত জন : কানাডার বিশ্ববিদ্যালয়ে সহায়তার কার্যক্রম	ননীগোপাল দেবনাথ	১৯
শিকাগো ধর্ম সম্মেলনের প্রেক্ষাপটে ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী	সুব্রত কুমার দাস	২১
মা দুর্গা ও ধর্ম বিষয়ে দু'চার কথা	মৃণাল কান্তি মজুমদার	২৪
Shri Amarnath Yatra — Experience of a lifetime	Mrityunjoy (Pappu) Saha	২৬
লালন ফকির	স্মৃতিকণা কর	২৮
চলমান পাথরের রহস্য	পারমিতা মুখোপাধ্যায়	৩০
পদাবলী কীর্তন–কিঞ্চিৎ রসাস্বাদন	শ্রীবুলবুল ভৌমিক	৩১
তুলসীদাস	সংযুক্তা বিশ্বাস	৩৬
দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা	অজয়কুমার ভাণ্ডারী	৩৭
গয়াতীর্থে পিণ্ডদান শ্রেষ্ঠ কেন?	অরুণ মুখোপাধ্যায় ও দেবী সুমিত্রাম্বা (মিতা মা)	৩৯
পুরুষোত্তমধামের কিছু উৎসব	সুব্রত দাসগুপ্ত	৪৭
ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কোনও আগাম সংকেত দেয় কি?	সফিউন্নিসা ও পুলক শাণ্ডিল্য	৬৫
বিজ্ঞানীদের মজার কথা : ভুলো মনের আইনস্টাইন	মৃণাল শীল	৭৪
রাধাষ্টমী	চিরঞ্জয় চক্রবর্তী	৭৬
কোম্পানির আমলে সাহেবদের দুর্গোৎসব	অরিন্দম ঘোষাল	৭৯
কবিতাঙ্গন		
পিতৃঋণ	পিংকি চৌধুরী	৮২
কে লইবে মোর কার্য?	অমিত কুমার মুখোপাধ্যায়	৮২
গুরু পূর্ণিমার কাস্তে চাঁদ বয়ে আনে স্বপ্নস্মৃতির পরশ	প্রভুবন্ধু দাস	৮৩
গ্রামের ছবি	পূরবী পাল	৮৩

Publishers : Bangladesh Canada Hindu Cultural Society
Bangladesh Canada Hindu Mandir
Toronto, Canada
16 Dohme Ave., Toronto, ON. M4B 1Y9
Phone: (416) 693-4444

Published Date : October 2019

Cover : Mahua
Phone : (416) 319-7345, Toronto, Canada

Graphics & Printing : **Sufala Printers**
49/4-A R K Mission Road
Dhaka-1203, Bangladesh
Cell: +880 1715 295843
Email: sufala.printers@gmail.com

বিঃ দ্রঃ এ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ, অন্যান্য লেখা ও মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার পেছনে যাঁরা আমাদের আর্থিক, কায়িক, নৈতিক এবং সার্বিক সমর্থন দিয়েছেন ও সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি জানাই কৃতজ্ঞতা।

BANGLADESH CANADA HINDU CULTURAL SOCIETY & BANGLADESH CANADA HINDU MANDIR TORONTO, CANADA

শারদীয় দুর্গাপূজা ২০১৯ উপলক্ষে
বোর্ড অব ট্রাস্টির নিবেদন

বছর ঘুরে সমাগত শারদীয় দুর্গোৎসব। শরৎকালের এ সময়টা আমাদের সবার বহু প্রতীক্ষার। সে প্রতীক্ষার অবসান ঘটে মা দুর্গার আগমনে। মা আসেন সপরিবারে। মানবজাতির জন্য বয়ে আনেন অশেষ কল্যাণ ও সমৃদ্ধি।

আজকের লোভ, হিংসা, ঘৃণা পরিপূর্ণ বিশ্বে মায়ের আগমনী উৎসব বাণিজ্যিক রূপ নিয়েছে। আসুন আমরা শুদ্ধ মনে মায়ের পূজা-অর্চনায় সমবেত হই, তাঁর কৃপালাভের জন্য। আর এই কৃপাই পারে আমাদের মনে, পরিবারে তথা বিশ্বে শান্তি বয়ে আনতে।

মন্দির পরিচালনায় ও উন্নয়নে সকলের সহযোগিতা কামনা করে ট্রাস্টি বোর্ডের পক্ষে সকল স্বেচ্ছাসেবী ও ভক্তবৃন্দকে শারদীয় শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ওম্ শান্তি

বিনীত
বোর্ড অব ট্রাস্টি
বাংলাদেশ কানাডা হিন্দু মন্দির
টরন্টো, কানাডা

BANGLADESH CANADA HINDU CULTURAL SOCIETY & BANGLADESH CANADA HINDU MANDIR TORONTO, CANADA

শারদীয় দুর্গাপূজা ২০১৯ উপলক্ষে
নির্বাহী কমিটি ও সম্পাদকের নিবেদন

কালের নিয়মে আমরা শেষ করেছি বাংলা বছর ১৪২৫ এবং বরণ করেছি ১৪২৬ সালকে। একই ধারাবাহিকতায় আমরা আবারো সমবেত হয়েছি মা দুর্গার আবাহনে। প্রতি বছরের মতো এবারো আমাদের আয়োজনে যথাযথ ধর্মীয় ভাবাবেগ, আচার-অনুষ্ঠান, পূজা-অর্চনাসহ নানাবিধ আনুষ্ঠানিকতা যথাসাধ্য বজায় রাখার চেষ্টা থাকবে। আপনাদের প্রতি আমাদের সবিনয় নিবেদন আপনারাও সবান্ধব ও সপরিবারে আমাদের এই মহামিলনে অংশগ্রহণ করবেন এবং আমাদের এই আয়োজনকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলবেন।

বরাবর আমরা আপনাদের সার্বিক সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল। ছোট অথবা বড় আমাদের সকল প্রচেষ্টার মূল অংশীদার এবং প্রাণ আপনারা। সকল শুভাকাঙ্ক্ষী ও ভক্তবৃন্দই এই মন্দিরের সকল কর্মকাণ্ডের চালিকাশক্তি। এই মূলমন্ত্রেই আমরা পরিচালিত। এ বছর আপনাদের প্রতি আমাদের সবিশেষ নিবেদন মন্দির পরিচালনার জন্য আপনাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ অতীব জরুরি। আমাদের এই কমিটির পক্ষ থেকে আপনাদের প্রতি সবিশেষ অনুরোধ রইল আপনারা ২০২০ সালের অনুষ্ঠিতব্য মন্দির পরিচালনা কমিটিতে নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং মন্দির পরিচালনায় এই প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা করুন। এই প্রতিষ্ঠান আমাদের সকলের। এর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি এবং একে সামনে এগিয়ে নেবার দায়িত্ব আমাদের সকলের।

পরিশেষে, যেসকল ভক্তবৃন্দ, স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ, প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষীরা সারাবছর আমাদের সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেন তাঁদের সকলকে নির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা ও শ্রেণীমত বিজয়ার শুভেচ্ছা। মা দুর্গা আপনাদের সকলের সার্বিক মঙ্গল করুন।

"সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ, সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।"

বিনীত
নির্বাহী কমিটি
বাংলাদেশ কানাডা হিন্দু মন্দির
টরন্টো, কানাডা

DURGA PUJA – 2019 SUB COMMITTEES

MONITORING SUB COMMITTEE
1. Ajoy Das
2. Shebu Chowdary
3. Shubhash Roy
4. Produyt Chakraborty
5. Nirmal Kar
6. Ashoke Debnath
7. Sabyasachi Choudhury (Jishu)

CO-ORDINATION SUB COMMITTEE
1. Deb Kumar Sarma
2. Nirmal Kar
3. Anil Nath
4. Aoy Das
5. Sabyasachi Choudhury (Jishu)
6. Ashoke Debnath
7. Debobrota Dey (Tomal)
8. Ramapada Paul (Mintu)
9. Rajat Paul
10. Sajal Deb
11. Biswajit Mitra
12. Dilip Saha
13. Ratan Roy
14. Dilip K. Halder
15. Rajesh Pramanik
16. Dr. Ashis Das
17. Shebu Chowdary
18. Chanchal Saha
19. Bijit Roy
20. Borendra Sanyal
21. Satyabrata Purkayestha
22. Jhantu Debnath
23. Produyt Chakraborty
24. Uttom Roy
25. Benoy Majumder

PRASAD MANAGEMENT SUB COMMITTEE
Convenor : Sujit Das (Subodh)
1. Anil Nath
2. Sajal Deb
3. Sabyasachi Choudhury (Jishu)
4. Rajesh Pramanik
5. Asit Dutta (Pulak)
6. Liton Ghose
7. Mrityunjoy Saha (Pappu)
8. Dilip Saha
9. Mayna Das
10. Ashoke Dutta
11. Bikash Das
12. Apu Das
13. Taplu Das
14. Kinku Das
15. Nakul Dey
16. Sanjoy Ghose
17. Chapal Routh
18. Benoy Majumder
19. Kazal Roy
20. Gokul Biswas
21. Paplu Das
22. Ramanuj Bhowmik
23. Anirudda Bhadra (Omi)
24. Sunil Roy
25. Nikhilesh Roy
26. Rajib Roy
27. Rajib Ghose
28. Debasis Kunda
29. Subash Sarkar
30. Badal Ghose

CULTURAL SUB COMMITTEE
Convenor : Taposh Deb
1. Imon Das
2. Anup Sengupta
3. Himangshu Sarkar (Tinku)
4. Shubra Sheuli Saha
5. Uttom Roy

FINANCE SUB COMMITTEE
Conevenor: Satyabrata Purkayestha
1. Nobarun Dey
2. Deb Kumar Sarma
3. Ajoy Das
4. Syamal Sarker
5. Dilip K. Halder
6. Nirjhendu Shankar Mitra
7. Anup Roy
8. Gupesh Chandra Saha
9. Sabyasachi Choudhury (Jishu)
10. Biswajit Mitra
11. Biswajit Datta
12. Mrityunjoy Saha (Pappu)
13. Debashish Deb Chowdhury

POOJA MANAGEMENT SUB COMMITTEE
Convenor: Ajoy Banik
1. Prosad Banerjee
2. Asha Lata Banerjee
3. Shyamal Bhattacharjee
4. Miton Parial
5. Babul Adikari
6. Mihir Das
7. Ira Dutta
8. Anita Sarkar
9. Rajesh Pramanik
10. Bikash Ghose
11. Dilip Saha
12. Sukla Debnath
13. Champa Dutta
14. Usha Saha

BHOGH AND RITUAL SUB COMMITTEE
Convenor: Dipika Ghose
1. Chapala Nath
2. Sukla Nath
3. Shubona Das
4. Biva Roy
5. Krishna Dey
6. Borna Dutta
7. Tulsi Paul
8. Mita Sha
9. Ira Dutta
10. Anita Sarkar
11. Chaynika Dutta
12. Sanchita Roy
13. Nobonita Choudhury
14. Aparna Banik
15. Monjuli Sanyal
16. Usha Das
17. Urmi Chowdhury
18. Jhuma Chowdhury
19. Shymoli Deb
20. Adity
21. Swapna
22. Poli Das
23. Sheti Das
24. Minaski Datta
25. Mishu Chakraborty
26. Mithu Chakraborty
27. Babita Biswas

PUBLICATION SUB COMMITTEE
Convenor : Borendra Sanyal, Bimal Chowdhury
1. Nirmal Kar
2. Bijit Roy
3. Chanchal Saha
4. Satyabrata Purkayastha
5. Mrityunjoy Saha (Pappu)
6. Dilip K. Halder

সনাতন ধর্মে গোপূজা ও গোহত্যা

জয়দেব রায় চৌধুরী*

সনাতন ধর্মাবলম্বী হিন্দুগণ ঈশ্বর, ভগবান এবং দেব-দেবীর পূজা করেন। ঈশ্বর এক, ঈশ্বর নিরাকার এবং মহাশক্তির আধার। যে সমস্ত দেবতা এবং মহামানব এই পৃথিবীতে মানুষের জন্য কল্যাণ করেছেন, তাঁদেরকে ভগবান বলা হয়। ভগবানের ঐশ্বরিক শক্তি আছে, যা সাধারণ মানুষের নেই। তাই হিন্দুগণ ভগবানদেরকে ভক্তি করেন এবং তাঁদের পূজা করেন। ভগবান একাধিক; যেমন– ভগবান শ্রীবিষ্ণু, ভগবান মহাদেব, ভগবান শ্রীরামচন্দ্র, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ভগবান যীশুখ্রিষ্ট, ভগবান গৌতম বুদ্ধ প্রভৃতি। একসময় হিমালয় পর্বতের পাদদেশে দেব-দেবীরা থাকতেন, যা বিভিন্ন ধর্মীয় পুস্তকে পাওয়া যায় এবং বেশ কিছু নিদর্শনও আছে। চীনের উত্তর প্রান্তে কৈলাশ পর্বতে ভগবান মহাদেব ঈশ্বরের ধ্যান করতেন, সেই দুর্গম স্থানেও তীর্থযাত্রীরা যান।

দেব-দেবীদের ধর্মকে বলা হয় দেব ধর্ম। দেব-দেবীর সংখ্যা অনেক। কেউ কেউ বলেন, তেত্রিশ কোটি। দেবতাদের এই সংখ্যার ভিত্তিতে অনেক অহিন্দু এবং এমনকি হিন্দুগণও মনে করেন যে, ঈশ্বরের সংখ্যা তেত্রিশ কোটি। প্রকৃতপক্ষে, ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। ধর্মগ্রন্থ বেদে তা উল্লেখ করা আছে। হিন্দুগণ সব দেব-দেবীর পূজা করেন না; যাঁরা জীব ও জগতের হিত সাধন করেছেন, শুধুমাত্র তাঁদেরই পূজা করেন। অর্থ, ধন-সম্পদ, শক্তি, সুস্বাস্থ্য, সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি ইত্যাদি প্রাপ্তির আশায় কিংবা এই পার্থিব জগৎ থেকে চিরমুক্তির আশায় হিন্দুগণ পূজা করেন।

যুগে যুগে এই পৃথিবীতে মহামানবগণ, মুনি-ঋষিগণ বিভিন্ন ধর্মীয় বিধানের নির্দেশ দিয়েছেন। তবে কোন ধর্মীয় বিধান যদি মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক বা অর্থনৈতিক উন্নতিতে সহায়ক না হয়, তবে সে বিধান দীর্ঘস্থায়ী হয় না। যেমন–গোঁড়া ব্রাহ্মণদের সতীদাহ প্রথা, বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ প্রভৃতি ধর্মীয় বিধান হিন্দু সমাজে আজ আর নেই।

হিন্দুগণ গরুকে ঈশ্বর, ভগবান বা দেব-দেবী হিসেবে বিবেচনা করেন না। তাই তাঁরা গরুপূজা করেন না। তাঁরা গরুকে জীবনের পবিত্র প্রতীক হিসেবে গণ্য করেন এবং তাকে রক্ষা করা ও মর্যাদা দেয়া উচিত বলে মনে করেন। হিন্দুদের বিবেচনায় গরু একটি উদার ও অনুগত প্রাণী। তারা মানুষের কাছ থেকে যা গ্রহণ করে, তার চেয়ে অনেক বেশি মানুষকে প্রতিদান দেয়। গরু শুধুমাত্র জল, ঘাস ও শস্য খেয়ে জীবন ধারণ করে, কিন্তু আমাদেরকে দেয় প্রধানত দুধ, গোমূত্র ও গোবর। জন্মের পরে মাতৃদুগ্ধের পাশাপাশি গোদুগ্ধ আমাদের দৈহিক বৃদ্ধি ও সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। তাই গাভীকে অনেকে 'গোমাতা' হিসেবে বিবেচনা করেন।

ভারতের তামিল নাড়ুতে 'পংগাল' নামে চারদিনব্যাপী এক উৎসব পালিত হয়। পংগাল উৎসব একটি প্রাচীন উৎসব। খ্রিস্টপূর্ব ২০০ সালে দ্রাবীড়রা এই উৎসবের আয়োজন করেন। জমি থেকে ফসল তোলার পর ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্য এই উৎসব। উৎসবে দেবতা সূর্যের পূজা করা হয়। উৎসবের তৃতীয় দিনে মাটু পংগাল উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এই দিনে গবাদি পশুকে স্নান করানো হয়, গলায় সুন্দর ফুলের মালা পরানো হয়, শিং পরিষ্কার করে তাতে উজ্জ্বল রং দেয়া হয় এবং গরুর দেহে হলুদ মিশ্রিত জল ও তেল দেয়া হয়। পরে তাদেরকে গুড়, মধু, কলা ও অন্যান্য ফল খাওয়ানো হয়। সন্ধ্যায় দেবতা গণেশের পূজা করা হয়। গরুর শারীরিক সুস্থতা কামনা করাই এই পূজার প্রধান লক্ষ্য। ভারতের বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন নামে এই উৎসব পালিত হয়।

'গোপাষ্টমী' নামে একটি উৎসব কৃষ্ণ মন্দিরগুলোতে পালিত হয়। পুরাণ অনুযায়ী বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়েরই বয়স পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হলে নন্দ মহারাজ মহা ধূমধামে সর্বপ্রথম এই উৎসবের আয়োজন করেন। এই উৎসবে কৃষ্ণপূজা করা হয়। গরুকে স্নান করানো হয়, রঙিন কাপড়, ফুলের মালা ও স্বর্ণালংকার দিয়ে সাজানো হয়। শিং পরিষ্কার করে হলুদ ও রং দিয়ে রঞ্জিত করা হয় এবং কপালে সিঁদুর দেয়া হয়। তারপর বিশেষ ধরনের খাবার ও সতেজ ঘাস গরুকে খেতে দেয়া হয়। এই সমস্ত প্রথাকে কেউ কেউ গোপূজা বলে মনে করেন।

নেপালে 'টিহার' (দেওয়ালী) নামে পাঁচদিনব্যাপী এক উৎসব পালিত হয়। নেপালীরা গরুকে ধন-সম্পদ ও সৌভাগ্যের উৎস মনে করেন। তাই তৃতীয় দিনের সকালে 'গাইপূজার' অনুষ্ঠান করে। গরুর গলায় ফুলের মালা পরায় এবং সতেজ ঘাস দিয়ে গরুর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানায়। সন্ধ্যায় লক্ষ্মী দেবীর পূজা করে। ভগবান মহাদেব বা শিব যাতায়াতের জন্য নন্দী নামক এক ষাঁড়কে ব্যবহার করতেন। তাই অনেক সময় শিব মূর্তির সাথে ষাঁড়েরও মূর্তি থাকে। ভগবান শিবের পূজা যখন করা হয়, ষাঁড়ের মাথায় ফুল-জল দিয়ে তার শুভকামনা করা হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শৈশবে ও কৈশোরে গরু চরাতেন এবং গরুকে ভালোবাসতেন। তাই হিন্দুরাও গরুকে ভালোবাসেন। কেউ কেউ মনে করে, গরুর আত্মা তার আত্মার চেয়ে উন্নততর, তাই গরুর শরীরে হাত দিয়ে প্রণামও করে। তবে যাই হোক, গরুকে পূজা করা হয় না এবং গরুও দেবতাদের মতো বরদান বা আশীর্বাদ করে না।

এবার দৃষ্টি দেয়া যাক গোহত্যার প্রতি। বেদ হিন্দুদের আদি ধর্মগ্রন্থ। বেদে গোহত্যা ও গোমাংস খাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ঋগ্বেদে

গোহত্যাকে মানবহত্যার সমকক্ষ বলা হয়েছে এবং এর সাথে জড়িতদের শাস্তি প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন পুরাণ, উপনিষদ ও শাস্ত্রে মুনি-ঋষিগণ কেউ কেউ গোহত্যা ও গোমাংশ ভক্ষণের পক্ষে, আবার অনেকে বিপক্ষে লিখেছেন। বৈদিক যুগে ভারতবর্ষে যখন যজ্ঞ প্রথা চালু হলো– অহিংস যজ্ঞে পশু বলি দেয়া হতো। যজ্ঞ ব্যতীত কোন পশুকে হত্যা করার বিধান ছিল না। তবে প্রকৃতপক্ষে, পশুহত্যা করা হতো কি-না তা নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। প্রধানত পাঁচ ধরনের যজ্ঞ করা হতো– অশ্বমেধ, গোমেধ, নরমেধ, অজমেধ (ছাগল) এবং অবিমেধ (ভেড়া)। মাত্র গুটিকয়েক বৈদিক রাজা এই যজ্ঞ করেছেন, যেমন– দশরথ, যুধিষ্ঠির, পরীক্ষিত ও জন্মেঞ্জয়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষে যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। যজ্ঞ শেষে ঘোড়াটিকে বলি দেয়া হলো। তার মাংস দেখভালের দায়িত্ব পড়লো দ্রৌপদীর উপর।

তবে প্রশ্ন আসে– বর্তমানে ঘোড়ার মাংস কেন খাওয়া হয় না? গোমেধ যজ্ঞ কি? গো শব্দের ৯টি অর্থের মধ্যে একটি হলো পৃথিবী। পৃথিবী ও পরিবেশের নির্মলতা কামনায় যে যজ্ঞ বা উপাসনা, তাই গোমেধ যজ্ঞ। যজ্ঞের মহত্বতার গুণগান করে বেদ বলছে যে, সত্যনিষ্ঠ বিদ্বান লোক যজ্ঞ দ্বারাই পরমেশ্বরের পূজা করেন। প্রাচীন যুগে মানুষ বিভিন্ন পশু-পাখির মাংস খেত, এমনকি মানুষেরও মাংস খেত। বৈদিক যুগে আর্যরা হয়তো ঘোড়ার মাংস ও গরুর মাংস খেত। কিন্তু বর্তমানে সনাতন ধর্মীয় হিন্দুরা ধর্মীয় বিধান অনুসারে গোমাংস খায় না। ভরত রাজার শাসনামলের পরে ভারতবর্ষে গোহত্যা কেন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তা অজানা। তবে গৌতম বুদ্ধের 'অহিংসা পরম ধর্ম' এক্ষেত্রে প্রধান অবদান রেখেছে। শুধুমাত্র সনাতন ধর্মাবলম্বী হিন্দুরা নয়; শিখ, জৈন, বৌদ্ধ ও জরথুষ্ট্রীয় ধর্মাবলম্বীরা গোহত্যা করে না।

কারো কারো মতে, গোহত্যা না করলে অনেক মাংস ও প্রোটিনের অপচয় হয়। এটা সত্য, কিন্তু কিছু ধর্মে শূকরের মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ, সেখানেও তো প্রোটিনের অপচয় হয়। কেউ কেউ বলেন যে, হিন্দুরা গরুর দুধ খায়, কিন্তু গোমাংস খায় না। তারা হয়তো জানেন, আমরা মাতৃদুগ্ধ খাই, কিন্তু মানুষের মাংস খাই না। কিন্তু শিক্ষিত জ্ঞানবান ব্যক্তি বলেন যে, হিন্দুরা গরুর চামড়া দিয়ে তৈরি জুতো, বেল্ট ইত্যাদি ব্যবহার করে অথচ গোমাংস খায় না। প্রত্যুত্তরে, বাঘ, সাপ ও গণ্ডারের চামড়া দিয়ে তৈরি জিনিস ব্যবহার করা হয়, কিন্তু ঐসব প্রাণীর মাংস খাওয়া হয় না। বিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতে, ঔষধে গোমাংস ব্যবহার করা হয়, সেই ঔষধ হিন্দুরা খায়। ঔষধে পচা গোমাংস, পচা শূকরের মাংস, সাপের বিষ ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও পরিশোধনের মাধ্যমে ঔষধ তৈরি করা হয়। উন্নত দেশগুলোতে পায়খানায় ব্যবহৃত জল ও প্রস্রাব পরিশোধনের মাধ্যমে পানীয় জল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে যদি পানীয় জল পান করা যায়, তবে ঔষধ খেতেও অসুবিধা নেই।

আবাসস্থলের অভাবে প্রতিবছর প্রায় ২৭ লক্ষ কুকুর ও বিড়াল হত্যা করা হয়। এতে অনেক মাংসের অপচয় হয়। তবে চীনদেশের লোকজন কুকুরের মাংস খায়, ফলে অপচয় কিছুটা রোধ হয়। কয়েক বছর আগের ঘটনা– তখন আমার গাড়ি ছিল না, এক হাঙ্গেরীয়ান মহিলা আমাকে রাইড দিত। ভারতের রাজস্থানে তখন দুর্ভিক্ষ। সে টিভিতে দেখেছে যে, মানুষ মারা যাচ্ছে আর পাশ দিয়ে গরু হেঁটে বেড়াচ্ছে। তার প্রশ্ন– ওরা গরুগুলোর মাংস খেলে তো বাঁচতো? আমি বললাম যে, হিন্দুরা গোমাংস খায় না। কয়েকদিন পরে আবার একই প্রশ্ন। আমি বললাম যে, তুমি যদি ঐ অবস্থায় পড়তে তবে কি তোমার কুকুরটাকে হত্যা করতে? উত্তরে বললো, না। তারপরে সে এ ব্যাপারে আর কিছু বলেনি।

হিন্দুরা গোমাংস খায় না, তাই নিয়ে অনেকেরই মাথাব্যথা। কিন্তু হাতি, বাঘ, সিংহ, ভাল্লুক, গণ্ডার, কুমির, সাপ, ব্যাঙ প্রভৃতি প্রাণীর মাংস খাওয়া হয় না কেন? প্রশ্ন উঠতে পারে, মানুষের মাংস খাওয়া হয় না কেন? যুদ্ধে, বোমাবাজিতে, ছুরিকাঘাতে, ফাঁসিতে, পাথর ছুঁড়ে নারীহত্যা ইত্যাদি কারণে অনেক মানুষ মারা যাচ্ছে। এসব মানুষের মাংস যদি খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়– তবে প্রাণীহত্যা কম হতো। এই উক্তিতে অনেকেই হয়তো কটাক্ষ বা ঘৃণাবোধ করবেন। কিন্তু অনেকেই হয়তো জানেন যে, কোরীয়ানরা সুযোগ পেলেই মানুষ মেরে খায়। খবরে প্রকাশ, অষ্ট্রেলিয়ায় এক মহিলা তার স্বামীকে হত্যা করে, তার মাংস রান্না করে দু'সন্তানসহ খেয়েছে। প্রাচীন যুগের মানুষ, যাদেরকে আমরা রাক্ষস বলি তারা মানুষের মাংস খেত। এখনো কিছু কিছু জংলী উপজাতি মানুষের মাংস খায়। মানুষের মাংস বড় সুস্বাদু, কারণ মানুষ খেকো বাঘ অন্য কোন মাংস খেতে চায় না। জীবনের মায়া ত্যাগ করে মানুষের খোঁজে গ্রামাঞ্চলে ঢোকে। যা হোক, বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে অনেক যুক্তিই দেখানো যায়। কিন্তু কোন যুক্তি যদি বাস্তবভিত্তিক না হয়, তবে তা মূল্যহীন। প্রাচীন যুগে মানুষ মানুষের মাংস খেত, এখনও যে তা খেতে হবে তা যুক্তিহীন। আর্যগণ গোমাংস খেত, তাই হিন্দুরাও গোমাংস খাবে– এটা অযৌক্তিক।

যুগে যুগে এই পৃথিবীতে মহামানবগণ, মুনি-ঋষিগণ বিভিন্ন ধর্মীয় বিধানের নির্দেশ দিয়েছেন। তবে কোন ধর্মীয় বিধান যদি মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক বা অর্থনৈতিক উন্নতিতে সহায়ক না হয়, তবে সে বিধান দীর্ঘস্থায়ী হয় না। যেমন–গোঁড়া ব্রাহ্মণদের সতীদাহ প্রথা, বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ প্রভৃতি ধর্মীয় বিধান হিন্দু সমাজে আজ আর নেই।

ভারতে 'গোহত্যা নিষিদ্ধ' বর্তমানে একটি বিরাট ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ইস্যুটা অতীতেও ছিল। মোঘল সম্রাট বাবর 'টুজুক-এ-বাবরী' নামক উইলে তাঁর পুত্র হুমায়ুনকে উপদেশ দিয়েছিলেন হিন্দুদের ধর্মীয় অনুভূতিকে সম্মান করতে এবং মোঘল সাম্রাজ্যের কোথাও যেন গোহত্যা করার অনুমতি না দেয়া হয়। যদি কোন মোঘল সম্রাট এই উইল অমান্য করে, তবে হিন্দুরা তার সাথে অসহযোগীতা করবে। সম্রাট হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান এই উইল মেনে চলেছিলেন। কিন্তু সম্রাট শাহজাহানের ৩য় পুত্র ঔরঙ্গজেব 'ফতোয়া-ই-আলমগীরি' জারি করে গোহত্যা শুরু করেন। ফলে অনেক হিন্দু রাজার সাথে তাঁর যুদ্ধ হয়।

অর্থকষ্টের সম্মুখীন হন এবং মোঘল সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেন।

হায়দার আলী এবং টিপু সুলতানও তাঁদের মহীশূর রাষ্ট্রে (বর্তমানে কর্ণাটক) গোহত্যা এবং গোমাংস ভক্ষণ শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে আইন পাশ করেন এবং শাস্তি হিসেবে দোষী ব্যক্তির হাত কাটার নির্দেশ দেন। গোহত্যা ভারতীয় অর্থনীতিতে কি প্রভাব ফেলেছিল, তা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করছি। ১ সাল থেকে ১০০০ সাল পর্যন্ত ভারত ছিল বিশ্বের সবচেয়ে ধনী দেশ। ১ সালে ভারতের জনসংখ্যা ছিল বিশ্বের জনসংখ্যার ৩৩% এবং ভারতের জিডিপি (মোট দেশজ উৎপাদন) ছিল বিশ্বের জিডিপি-র ৩২%। ১০০০ সালে তা ছিল যথাক্রমে ৩৩% ও ২৮%; ১৫০০ সালে ২৮% ও ২৪%; ১৭০০ সালে ২৭% ও ১২%; ১৯৪৬ সালে ২০% ও ৭%; ১৯৫০ সালে ১৭% ও ৪% এবং ২০১৬ সালে ১৮% ও ৭%। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ১৮২০ সাল থেকে ভারতের জিডিপি ক্রমশ নিম্নগামী। তার প্রধান কারণ হিসেবে জানা যায় 'গো-নিধন'।

গরুর গোবর অতি উৎকৃষ্টমানের সার এবং জমির উর্বরতা বাড়ায়। কীট প্রতিরোধক্ষম। গোবর হতে বর্তমানে বায়োগ্যাস তৈরি হয়। গোবর হতে জ্বালানি তৈরি করা হয়। গোমূত্র মাটিতে নাইট্রোজেন বৃদ্ধি করে, কীটনাশক ঔষধ হিসেবে কাজ করে। তাছাড়া গোমূত্র স্বাস্থ্যের জন্য মহৌষধ হিসেবে কাজ করে। গবেষণায় দেখা গেছে– বহুমূত্র, রক্তচাপ, হৃদরোগ, ক্যান্সার, বাতের ব্যথা, মাইগ্রেন, থাইরয়েড, কোষ্ঠকাঠিন্য, আলসার প্রভৃতি রোগ নিরাময়ে সহায়তা করে। যজ্ঞের সময় গোবর থেকে সৃষ্ট জ্বালানি পোড়ানো হয় এবং তাতে ঘি দেয়া হয়, বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন– সেই ধোঁয়া বায়ুকে কলুসিতমুক্ত করে।

গরুর দুধ অতি পুষ্টিকর। গরীব পরিবারে একমাত্র গরুর দুধই শিশুদের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য হিসেবে সহজে পাওয়া যায়। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্ণর বরার্ট ক্লাইভ দেখলেন যে, ভারতের কৃষি উন্নয়নের মেরুদণ্ড 'গরু'। তাই তিনি গরু নিধনের সিদ্ধান্ত নিলেন। ভারতীয় মুসলিমদেরকে বুঝালেন যে, গোমাংস ভক্ষণে তাদের ধর্মীয় অধিকার আছে। তিনি ১৭৬০ সালে কোলকাতায় প্রথম গোহত্যার জন্য কসাইখানা তৈরি করলেন। প্রতিদিন প্রায় ৩০,০০০ গরু হত্যা করা হতো। কয়েক দশকের মধ্যেই ভারতে সারের অভাব দেখা দিল। তখন তিনি ইংল্যান্ড থেকে ইউরিয়া, ফসফেট প্রভৃতি অজৈব সার আমদানী শুরু করলেন। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা এবং বিদেশী দ্রব্য আমদানী করা। উভয় ক্ষেত্রেই তিনি সফল হলেন।

মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, "গরু উন্নতি ও সৌভাগ্যের উৎস।" স্বাধীনতা লাভের পূর্বে তিনি প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে, ভারত স্বাধীন হলে তিনি গোরক্ষা করবেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরুর কারণে এবং নিহত হওয়ার কারণে তিনি তাঁর প্রস্তাব বাস্তবায়ন করতে পারেননি। নেহেরু গোহত্যার পক্ষে থাকলেও তাঁর অনুসারী মুখ্যমন্ত্রীদের চাপে উত্তর প্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থান রাজ্যে গোহত্যা বন্ধ করার আইন পাশ করা হয়।

যা হোক, বিভিন্ন কারণে হিন্দুরা গোহত্যা করে না বা গোমাংস খায় না। প্রথমত গরু আমাদের অনেক উপকার করে, সেই উপকারী প্রাণীকে হত্যা করা অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক। দ্বিতীয়ত হিন্দুরা গরুকে ভালোবাসে, সেই ভালোবাসার প্রাণীকে হত্যা করা নৃশংসতম কাজ। তৃতীয়ত ম্যাড কাউ ডিজিজ গরুর এই রোগবিশিষ্ট মাংস খেলে তা মানুষের মাঝে রোগ ছড়ায়। মানুষের রোগের নাম (ভিসিজেডি)। এই রোগ রোগীর মস্তিষ্ক, স্পাইনাল কর্ড এবং নার্ভাস সিস্টেমকে ধ্বংস করে দেয়। এখন পর্যন্ত এ রোগের কোন ঔষধ তৈরি হয়নি, তাই অনেকেই মহাচিন্তিত। চতুর্থত সমীক্ষায় দেখা গেছে, যারা গোমাংস খায় তাদের মধ্যে হানাহানি, মানবহত্যা বেশি হয়। তাই সার্বিকদিক দিয়ে চিন্তা করলে হিন্দুদের গোমাংস না খাওয়াটা একটি সঠিক পদক্ষেপ বলে প্রতীয়মান হয়। ❑

[* প্রকৌশলী ও লেখক]

পার্থ নৈবেহ নামুত্র, বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ, দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥ (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৬/৪০)

অনুবাদ : শ্রীভগবান বললেন– হে পার্থ! যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির ইহলোকে এবং পরলোকে কোন দুর্গতি হয় না। কারণ হে বৎস! কল্যাণকারী ব্যক্তি কখনো দুর্গতি প্রাপ্ত হন না।

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকান্, উষিত্বা শাশ্বতী সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে, যোগ-ভ্রষ্টো অভিজায়তে ॥ (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৬/৪১)

অনুবাদ : যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যবানদের প্রাপ্য স্বর্গলোকাদি লাভ করেন এবং সেখানে বহুকাল বাস করার পর সদাচারসম্পন্ন ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।

Bengal Financial Group

Take out a life insurance! Ensure a worry free happy life!

We represent the most renowned insurance companies in North America.

- AIG Life of Canada
- Empire Life
- Equitable Life
- Great-West Life
- Imperial Life
- Canada Life
- TransAmerica Life
- ndustrial Alliance
- Manulife Financial
- Standard Life
- RBC Insurance

And many more …

You can also take advantage of our other services that best suits your requirements.

- Mortgage Insurance
- Health Insurance
- Travel Insurance
- Medical Insurance
- Critical Illness Insurance
- Disability Insurance

Take advantage of

20% to 40% GRANTS

from the Government of Canada towards the education of children

When you are buying a home, take a Mortgage Insurance.
It will protect your investment for your family.

An Experienced Agent, devoted at your service for long continuing **29** years.

SHAKTI DEB
Financial Adviser

2986 Danforth Ave. Suite 201, Toronto, ON M4C 1M6
Tel: 416-686-8749 (Off) 416-750-0555 (Res) 416-460-4338 (Cell)
Fax: 416-686-8751 Email: BengalFinancial@bellnet.ca
Website: www.BengalFinancial.com

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা : আমিই জগতের কারণ

বিদ্যুৎ মজুমদার*

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন– 'সমস্ত কিছুর অবিনাশী সত্তারূপে এবং জগতের ঈশ্বররূপে, পরা ও অপরা এই দুই প্রকৃতির মাধ্যমে আমিই জগতের কারণ; এই দুই প্রকৃতি আমার অপরিহার্য অঙ্গ।' বেদান্তে ঈশ্বর হলেন সেই সত্য, যিনি পরা (অন্তঃ) ও অপরা (বহিঃ), এই দ্বৈত প্রকৃতি সহায়ে বিশ্বের কারণ। বৈদান্তিক চিন্তায় অতিপ্রাকৃত বলে কিছু নেই; সমস্ত কিছুই প্রাকৃতিক, কিন্তু দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে অপরা ও পরা। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'এই মহাবিশ্ব, এই বহিঃপ্রকৃতি আমার নিকৃষ্টা প্রকৃতি। আর মানুষের মধ্যে যে ঐশী স্ফুলিঙ্গ বিরাজমান, সেটি আমার উচ্চতর বা প্রকৃষ্টা প্রকৃতি। এই দুই প্রকৃতির কারণ আমিই যা বিশ্বচরাচর ধারণ করে আছে।' আদি শঙ্করাচার্য তাঁর ভাষ্যে বলেছেন, **'প্রকৃতিদ্বয় দ্বারেণ অহং সর্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ জগতঃ কারণম্'**, এই দ্বিবিধ প্রকৃতির মাধ্যমে আমি, সর্বজ্ঞ ঈশ্বর, সমগ্র জগতের কারণস্বরূপ।

ছোট্ট জীবকোষটি সত্যের এক নতুন দিক উন্মোচন করে, কারণ তার মধ্যে পরা প্রকৃতির ক্ষীণ প্রকাশ দেখা যায়। চৈতন্য তার মধ্যে আগেও ছিল, কিন্তু তার কোন প্রকাশ ছিল না। ক্রমবিকাশের অগ্রগতি জীবকোষের স্তরে পৌঁছুলে তবেই এই প্রকাশ সম্ভব হয়। জীবকোষ তখনই নতুন প্রতিরূপ তৈরি করতে পারে।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "ইহা নিশ্চয়ই কোন সত্তাশূন্য পদার্থ হইতে জগৎ উৎপন্ন হয় নাই; সত্তাশূন্য কোন কিছু হইতে কোন বস্তু উৎপন্ন হওয়া কখনই সম্ভব নয়। কার্য কারণেরই অন্যতম রূপ মাত্র। বীজ হইতে মহা মহিরুহ উৎপন্ন হয়। বৃক্ষটি বায়ু ও জল সংযুক্ত বীজ ব্যতীত অন্য কিছু নয়। আধুনিক বিজ্ঞানও নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছে যে, কারণই অন্য আকারে কার্যে পরিণত হইতেছে। কারণের বিভিন্ন সমন্বিত অংশ পরিবর্তনের ভিতর দিয়া কার্যে পরিণত হয়। জগৎ কারণহীন– এইরূপ কষ্টকল্পনা আমাদের বর্জন করিতেই হইবে। সুতরাং আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে, ঈশ্বরই জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন।"

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন–

ভূমিরাপো অনলো বায়ুঃ, খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে, ভিন্না প্রকৃতির্'অষ্টধা ॥ (৭/৪)

– ভূমি, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহংকার এই আট প্রকারে আমার বাহ্য প্রকৃতি বিভক্ত বা প্রকাশিত।

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন– হে অর্জুন, ভূমি, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ এই পঞ্চভূত এবং মন, বুদ্ধি ও অহংকার– এগুলো আমার বাহ্য বা সাধারণ প্রকৃতি। এই যে ব্রহ্মাণ্ড, যাকে আমরা স্থূল জড় বলি, প্রাচীন হিন্দু মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ এদেরকে পঞ্চভূত বলতেন। ঐগুলিরই একটি অন্যটির কারণ, সেহেতু সকল ভূত এক ভূত থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। এদের মধ্যে আকাশই আদি ভূত, এর সাথে প্রাণ বা শক্তি নামে আর একটি বস্তু ছিল। কল্পারম্ভে প্রাণ ও আকাশ অনন্ত পুরুষ বা ঈশ্বরে সুপ্তভাবে ছিল, কিন্তু কোনরূপ প্রপঞ্চ ছিল না।

ঋগ্বেদের সৃষ্টিবর্ণাত্মক নারদীয় সূক্ত (১০-১২৯)-এ বলা হয়েছে, 'যখন সৎও ছিল না, অসৎও ছিল না, অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল, তখন কি ছিল?' এর উত্তর দেয়া হয়েছে– 'ইনি অনাদি অনন্ত পুরুষ (ঈশ্বর)–গতিশূন্য বা নিশ্চেষ্টভাবে ছিলেন।' এই অবস্থাকে 'অব্যক্ত' (Absolute) বলে; ইহা স্পন্দন-রহিত বা অপ্রকাশিত। তখন যাবতীয় শক্তি একীভূত অবস্থায় ছিল। তারপর একসময় সেই অখণ্ড শক্তিভাণ্ডারে একটু মৃদু আলোড়ন সৃষ্টি হলে তার থেকেই বিভাজন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। সেই প্রক্রিয়া ধাপে ধাপে এখনও চলছে। একটি নতুন কল্পের আদিতে এই অব্যক্ত স্পন্দিত হতে থাকে, অব্যক্ত থেকে ধাপে ধাপে আকাশ, বায়ু, উত্তাপ (অগ্নি), বায়বীয় পদার্থের সৃষ্টি হয়। আবার উত্তাপ ক্রমশ শীতল হতে থাকলে বায়বীয় পদার্থ থেকে প্রথমে জল এবং ধাপে ধাপে অবশেষে ইহা কঠিন আকার ধারণ করে।

এই সমস্ত পার্থিব বস্তুতেই আমি চৈতন্যরূপে বিদ্যমান। বেদান্তীদের মতে– স্থূল জড় হতে মহৎ বা বুদ্ধিতত্ত্ব পর্যন্ত প্রকৃতির সমুদয় বিকার যখন অচেতন, তখন যাতে মন চিন্তা করতে পারে এবং প্রকৃতি কাজ করতে পারে, তার জন্য এদের পশ্চাতে পরিচালক শক্তিস্বরূপ একজন চৈতন্যবান পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করা আবশ্যক। বেদান্তী বলেন, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের পশ্চাতে এই চৈতন্যবান পুরুষ রয়েছেন, তাঁকেই আমরা 'ঈশ্বর' বলি, সুতরাং এই জগৎ তাঁর থেকে পৃথক নয়। বেদান্ত বলে, পুরুষ ও প্রকৃতি আলাদা কিছু নয়; তারা অভিন্ন একই সত্তা! ব্রহ্ম হলেন পুরুষ, শুদ্ধ চৈতন্য। ব্রহ্ম থেকেই প্রকৃতি এসেছে এবং যা কিছু বিবর্তন, তা এই প্রকৃতিরই। বিবর্তিত প্রত্যেক বস্তুর ভিতরেই ব্রহ্ম সুপ্ত আছেন। তিনি শুধু নিমিত্ত কারণ নন, উপাদান-কারণও বটে। কারণ কখনও কার্য থেকে পৃথক নয়। কার্য কারণেরই রূপান্তর মাত্র। অতএব তিনিই প্রকৃতির কারণস্বরূপ।

এতদ্ যোনীনি ভূতানি, সর্বাণি ইত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ, প্রভবঃ প্রলয়স্'তথা ॥ (৭/৬)

– আমার এই উভয় প্রকৃতি হতে জড় ও চেতন সর্বভূত উৎপন্ন হয়েছে, ইহা ধারণা কর। অতএব আমি সমগ্র জগতের সৃষ্টি ও

প্রলয়রূপ অর্থাৎ উক্ত প্রকৃতিদ্বয় দ্বারা আমি (সর্বজ্ঞ ঈশ্বর) জগতের কারণস্বরূপ।

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন– জড় ও চেতন আমার দুটি প্রকৃতি; এই উভয় প্রকৃতির মাধ্যমে আমি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও প্রলয়ের কারণ। এই দ্বিবিধ প্রকৃতির প্রথমটি হলো সাধারণ প্রকৃতি, যা **জড়বিজ্ঞানের** অনুসন্ধানের বিষয় এবং দ্বিতীয়টি হলো অ-সাধারণ প্রকৃতি, যা বুদ্ধি বা **চৈতন্যরূপে আধ্যাত্মবিজ্ঞানের** অনুসন্ধানের বিষয়। একই সত্যের দুটি দিক। সৃষ্টিতত্ত্ব পর্যালোচনাকালে আমরা শুধু বস্তুর স্থূল দিকটিই দেখি। কিন্তু যখন আমরা চৈতন্যকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করি, স্নায়ুর কার্যকলাপ অথবা মনের গতিবিধি বুঝবার চেষ্টা করি, তখন আমাদের প্রচেষ্টায় এক নতুন মূল্যবোধ, এক নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। সে মূল্যবোধের নাম বুদ্ধি বা চৈতন্য।

যদিও বেদান্ত অনুযায়ী অচিৎ-এর ভিতরেও চিৎ বা চৈতন্য আছে, কিন্তু তা ধরাছোঁয়ার বাইরে, তা অনুভবযোগ্য নয়। একমাত্র অচিৎ যখন জীব কোষে উন্নীত হয়, তখনই চৈতন্যের প্রকাশ শুরু হয়। তার আগে বিশ্বের কোন কিছুর মধ্যেই চৈতন্যকে খুঁজে পাওয়া যায় না। সুদূর ছায়াপথেও না। চৈতন্যের অমৃত যেন বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই যে বিবর্তন, তা শুধু কাঠামোর– দেহের, চৈতন্যের নয়। চৈতন্য অখণ্ড, এক ও অদ্বিতীয়; দেহের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্য উত্তরোত্তর প্রকাশিত হতে থাকে, এই যা। বেদান্তে বিবর্তন মানে দেহের ক্রমবিকাশ এবং সর্বভূতের ভিতরে চৈতন্যরূপে যিনি নিত্য বিরাজিত, তাঁর প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন–

অপরেয়ম্ ইতস্তু অন্যাং, প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো, যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥ (৭/৫)

– এই অষ্টধা (ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার) প্রকৃতি। আমার নিকৃষ্টা প্রকৃতি (Inferior Energy)। কিন্তু, হে অর্জুন, জেনে রেখো, এর থেকে ভিন্ন হলো আমার প্রকৃষ্টা প্রকৃতি– বুদ্ধিতত্ত্ব বা শুদ্ধ চৈতন্য (Superior Energy) –যা এই প্রকাশিত জগতকে ধারণ করে আছে।

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন– এই অষ্টধা প্রকৃতিকে আমার নিকৃষ্টা প্রকৃতি বলে জেনো। শ্রেষ্ঠ প্রকৃতি বা পরা প্রকৃতি নিকৃষ্টা প্রকৃতি থেকে পৃথক। শ্রেষ্ঠ প্রকৃতি শুদ্ধ চৈতন্য জগতের ধারক; এটি উচ্চতর প্রকৃতি এবং এই প্রকৃতিকে বুঝবার যে বিজ্ঞান বা কৌশল তা নিকৃষ্টা প্রকৃতিকে জানার বিজ্ঞান বা কৌশল থেকে আলাদা। প্রথমটি হলো অপরা বিজ্ঞান বা জড় বিজ্ঞান এবং দ্বিতীয়টি হলো পরা বিদ্যা, প্রকৃষ্ট বিজ্ঞান –অতীন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভূমির ঊর্ধ্বে অতীন্দ্রিয় ভূমি। বেদান্ত মতে অপরা প্রকৃতি ও পরা প্রকৃতি দু'য়ে মিলে এই-ই হলো পূর্ণ সত্য। গ্রহ, নক্ষত্র থেকে শুরু করে এক তাল মাটি পর্যন্ত, এই মহাবিশ্বের সমস্ত কিছুই নিষ্প্রাণ জড়পদার্থ। জীব তাদের মধ্যেই ছিল, কিন্তু অপ্রকাশিত।

মহাজাগতিক বিবর্তন যখন সজীব ও শারীরিক স্তরে উন্নীত হলো, তখনই তা ব্যক্ত হলো। সংস্কৃত শব্দ জীব থেকেই ইংরেজি শব্দ 'জিন' এবং 'জেনেটিকস্' উদ্ভূত। জগৎ-রঙ্গমঞ্চে জীব-এর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই একটি নতুন সত্য প্রকাশ পেল, একটি নতুন দিক উন্মোচিত হলো। ***জীবভুতানাং***, 'যা চৈতন্যস্বরূপ'। ছোট্ট জীবকোষটি সত্যের এক নতুন দিক উন্মোচন করে, কারণ তার মধ্যে পরা প্রকৃতির ক্ষীণ প্রকাশ দেখা যায়। চৈতন্য তার মধ্যে আগেও ছিল, কিন্তু তার কোন প্রকাশ ছিল না। ক্রমবিকাশের অগ্রগতি জীবকোষের স্তরে পৌঁছুলে তবেই এই প্রকাশ সম্ভব হয়। জীবকোষ তখনই নতুন প্রতিরূপ তৈরি করতে পারে। কোষের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তাদের মধ্যে বৈচিত্র্য আসে, তখন তারা একটি দেহের আকারে সংহত হয় এবং তখনই তার মধ্যে উত্তরোত্তর চৈতন্যের প্রকাশ হতে থাকে। বিভূতি যোগ: শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন–

সর্গাণাম্ আদিরন্তশ্চ, মধ্যং চৈব অহমর্জুন।
অধ্যাত্ম-বিদ্যা বিদ্যানাং, বাদঃ প্রবদতাম্ অহম্ ॥ (১০/৩২)

–হে অর্জুন, আমি আকাশাদি সৃষ্ট বস্তুসমূহের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহার কর্তা; সকল প্রকার জ্ঞানের মধ্যে আমি আত্মজ্ঞান এবং তার্কিকগণের বিবাদসমূহের মধ্যে আমি হলাম বাদ।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন, এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয়ের কারণ আমি। বেদান্ত মতে কোন কিছু শূন্য থেকে সৃষ্টি হয় না। ব্রহ্ম থেকেই জগৎ এসেছে; তাই একে আমরা বলি অভিক্ষেপ (Projection)। সৃজ মানে অভিক্ষেপ করা। এই অভিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাণ্ডের আদি, মধ্য ও অন্ত হলাম আমি। সব বিজ্ঞানের মধ্যে আমি হলাম আত্মজ্ঞান বা অধ্যাত্মজ্ঞান এবং তার্কিকগণের পারস্পরিক বিবাদসমূহের মধ্যে আমি হলাম বাদ (সত্যান্বেষী যুক্তিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি)।

অহং সর্বস্য প্রভবো, মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং, বুধা ভাব-সমন্বিতাঃ ॥ (১০/৮)

– আমি সবকিছুর মূল কারণ; আমার থেকেই সবকিছুর উৎপত্তি হয় –এইরূপ জেনে, জ্ঞানীরা প্রীতির সঙ্গে সচেতনভাবে আমাকেই ভজনা করেন।

অহং সর্বস্য প্রভবঃ 'আমি জগতের সবকিছুর উৎপত্তিস্থান'। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, একটা গাছে আমরা অনেক কিছুই প্রত্যক্ষ করি– পাতা, মুকুল, ডালপালা, ফুল, ফল ইত্যাদি, কিন্তু সবকিছুর মূল কারণ একটি বীজ। তেমনি, সকল কিছুর উৎপত্তিস্থল আমি, অনন্ত ঈশ্বর। ***মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে*** 'আমার থেকেই সবকিছু উৎপন্ন হয়'। ***ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা*** 'এই জ্ঞানের সহায়ে জ্ঞানীরা আমার ভজনা করেন'। ***ভাবসমন্বিতাঃ*** 'সপ্রেম চৈতন্যযুক্ত'। অর্থাৎ সপ্রেম চৈতন্যযুক্ত জ্ঞানীরা আমার ভজনা করেন। জ্ঞানীদের হৃদয় ঈশ্বর-প্রেমে পরিপূর্ণ। তাঁরা শুষ্ক নন, তাঁরা সপ্রাণ ও সকলের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন, তাঁদের সান্নিধ্যে গেলেই আপনার হৃদয় তৃপ্তিতে ভরে উঠবে। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন–

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ, কিঞ্চিদ্ অস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং, সূত্রে মণিগণা ইব ॥ (৭/৭)

– হে অর্জুন, আমা হতে শ্রেষ্ঠ অন্য আর কিছু নেই। সূত্রে যেমন সারিবদ্ধভাবে মুক্তা গ্রথিত থাকে, তেমনি জগতের সমস্ত কিছুই আমার মধ্যে অনুসৃত ও বিধৃত হয়ে রয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন– আমিই সেই পরম সত্য, অনন্ত শুদ্ধচৈতন্য, যাকে তোমরা ব্রহ্ম বল। সেই সত্য ছাড়া অন্য কোন শ্রেষ্ঠ বস্তু বা অতীত অন্য কোন বস্তু নেই। এই পূর্ণ সত্য দুটি উপাদানে গঠিত– বিষয় ও বিষয়ী অথবা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ– 'জ্ঞেয় ও তার জ্ঞাতা'। সুতোয় গাঁথা মুক্তার মতো সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমাতে গাঁথা। সবকটি মুক্তা একটি সুতোয় অনুবিদ্ধ হয়ে একটি মালায় পরিণত হয়। সুতোটিকে দেখা যায় না, শুধু মুক্তগুলিই দৃষ্টিগোচর হয়। ওই অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও অতীন্দ্রিয় সূত্রটিই অন্তর্যামী আমি, যিনি সবার হৃদয়ে অবস্থান করেন। আমরা মানুষকে বাইরে থেকে দেখি; তার দৈহিক উচ্চতা অথবা গায়ের রং দিয়েই তার বিচার করি। এছাড়া মানুষের উপাধি দিয়েও তার মূল্যায়ন করা হয়। এই যে বৈশিষ্ট্য, তা চোখে দেখা যায়; কিন্তু এমন একটি অপরিবর্তনীয় সত্তা আছে যা চোখে দেখা যায় না। সেটি কী? তা হলো দিব্য অন্তরাত্মা, যা সুতোর মতো সকলকে ভিতর থেকে ধরে রেখেছে। অন্তর্যামিরূপ পরমেশ্বর, যিনি সকলের ভিতরে থেকে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন।

একটি জীবকোষের কথাই ধরা যাক। কোষটিকে কে নিয়ন্ত্রণ করে? এর উত্তরে বলা যায়, কোষটির ভিতরেই এমন কোন বস্তু আছে, যে এই কাজটি করছে। আপনি চেষ্টা করছেন সেই বস্তুটি কী, তা খুঁজে বের করতে। জেনেটিকসে আমরা বলি এটি হলো ডিএনএ, আরএনএ (DNA, RNA)। কিন্তু এগুলিও বাইরের স্থূল বস্তু বা দৃষ্টিগোচর বাহ্য প্রপঞ্চ। কিন্তু গভীরে, সম্ভব হলে আরও গভীরে যান, আপনি সত্যিই দেখবেন যে আভ্যন্তরীন শক্তিরূপ (চৈতন্য) ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই নেই, যা জীবন্ত কোষের, এই শরীরের, এই ব্রহ্মাণ্ডের ও সর্বত্র সর্বভূতের নিয়ামক। তিনিই একমাত্র চরম সত্য।

মমৈব অংশো জীবলোকে, জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃ–ষষ্ঠানি ইন্দ্রিয়াণি, প্রকৃতি-স্থানি কর্ষতি ॥ (১৫/৭)

– আমারই এক চিরন্তন অংশ, সংসারে জীব (আত্মা) হয়ে, প্রকৃতি থেকে মন সমেত ছ'টি ইন্দ্রিয়কে নিজের দিকে আকর্ষণ করে।

মমৈব অংশো=মম-এব-অংশো = আমারই এক অংশ; **জীবলোকে** = সংসারে; এখানে এব মানে 'নিশ্চিতরূপে'; অর্থাৎ সংশয়ের কোন কারণ নেই। আমারই স্বরূপ বা অংশ সংসারে জীব হয়ে দেহ ধারণ করেছে। এইটিই দেহধারী জীবের স্বরূপ; সে শাশ্বত, তাই সে কখনও মরতে পারে না। যা দেহকে আলোকিত ও সক্রিয় করে তাকেই জীবা বা আত্মা বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, দিব্য স্ফুলিঙ্গরূপে আমিই সকল জীবের মধ্যে আত্মা হয়ে প্রবেশ করেছি, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি অখণ্ড। অখণ্ডকে খণ্ড বলে মনে হচ্ছে বা দেখাচ্ছে। ভিতরের সেই ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ বা আত্মা প্রকৃতিতে স্থিত পাঁচটি ইন্দ্রিয় ও মনকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। অর্থাৎ পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন সবই প্রকৃতিজাত, কারণ সবগুলিই প্রকৃতির তিনগুণে গঠিত। এই আত্মা প্রকৃতি থেকে পাঁচটি ইন্দ্রিয় ও মনকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে সামান্য সীমিত মানুষ হয়ে যায়। ❑

[* লেখক]

ছোটদের পূজা ভাবনা

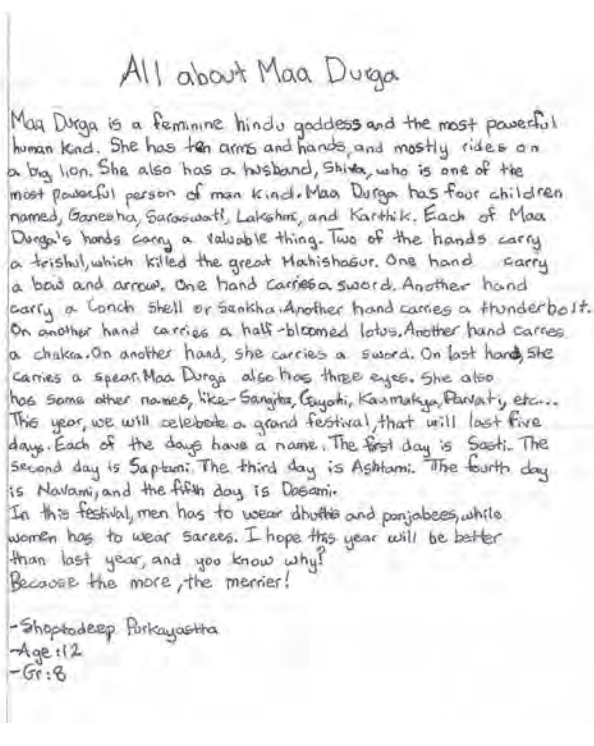

All about Maa Durga

Maa Durga is a feminine hindu goddess and the most powerful human kind. She has ten arms and hands, and mostly rides on a big lion. She also has a husband, Shiva, who is one of the most powerful person of man kind. Maa Durga has four children named, Ganesha, Saraswati, Lakshmi, and Karthik. Each of Maa Durga's hands carry a valuable thing. Two of the hands carry a trishul, which killed the great Mahishasur. One hand carry a bow and arrow. One hand carries a sword. Another hand carry a Conch shell or Sankha. Another hand carries a thunderbolt. On another hand carries a half-bloomed lotus. Another hand carries a chakra. On another hand, she carries a sword. On last hand, she carries a spear. Maa Durga also has three eyes. She also has some other names, like- Sangita, Gayatri, Kaumakya, Parvati, etc...
This year, we will celebrate a grand festival, that will last five days. Each of the days have a name. The first day is Sasti. The second day is Saptami. The third day is Ashtami. The fourth day is Navami, and the fifth day is Dosami.
In this festival, men has to wear dhuthis and panjabees, while women has to wear sarees. I hope this year will be better than last year, and you know why?
Because the more, the merrier!

-Shoptodeep Purkayastha
-Age:12
-Gr:8

সকলকে জানাই শারদীয় শুভেচ্ছা

DV TAX & MORTGAGE SOLUTION INC.

DANFORTH VILLAGE

Tax & Mortgage Solution

One stop solution for your best financial interest.

MORTGAGE ALLIANCE
In MTD

EFILE

Free expert advice on the Right Mortgage for you

- SIMPLE, HASSLE-FREE SERVICE
- LOWER INTEREST RATE
- PURCHASE & REFINANCE
- DEBT CONSOLIDATION
- RENTAL PROPERTIES
- COMMERCIAL MORTGAGE

- PERSONAL TAX
- CORPORATE TAX
- TAX PLANNING
- MAXIMUM & QUICK REFUND
- PROMPT & RELIABLE SERVICES
- ENSURE YOUR CONFIDENTIALITY

Indrajit Mitra
Consultant
416-258-4786

Open late & Weekends
Please call for appointment or walk-in welcome

2986 Danforth Avenue Suite - 201 Toronto, ON M4C 1M6
imitra@mortgagealliance.com mitrainrajit@hotmail.com

শ্রীশ্রী রামঠাকুর

অরুনাংশু হোর*

শ্রীশ্রীঠাকুর একবার ঢাকার বেরপাড়া গ্রামের শ্রীসুধীর কুমার সরখেলের বাড়িতে এসেছিলেন। ঐ বাড়ি থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে বাহেরক গ্রামে সত্যরঞ্জন গাঙ্গুলীর ও জ্ঞান আচার্য্য মহাশয়ের বাড়ি ছিল। উক্ত সত্যরঞ্জন গাঙ্গুলীর কাকা মনমোহন গাঙ্গুলী অতি দুশ্চরিত্র ছিল দেখে তাঁকে গ্রামবাসীগণ অত্যন্ত ঘৃণার পাত্র সাব্যস্ত করে সমাজচ্যুত করে রেখেছিল। তাঁর কর্মস্থল ছিল ঢাকা শহরে। একজন পতিতার প্রেমে মুগ্ধ হয়ে তিনি সেই পতিতার বাড়িতেই বহু বছর ধরে বাস করছিলেন। দেশের আত্মীয়স্বজন কারো সঙ্গে তাঁর কোনো সম্বন্ধও ছিল না। প্রৌঢ়াবস্থায় তিনি একবার প্রচণ্ড রক্তামাশায় ভুগছিলেন। তখন তাঁর একেবারেই সহায়সম্বলহীন অবস্থা, তাই কোথাও যাওয়ার শক্তিও ছিল না। তাঁর মরনোন্মুখ অবস্থা দেখে ঐ পতিতা মনে মনে ঠিক করলেন যে, মনমোহন গাঙ্গুলীর বাড়ির কাছাকাছি কোনো জায়গায় তাঁকে রেখে আসলে নিশ্চয়ই কেউ না কেউ দয়ার্দ্র-চিত্তে তাঁর শেষ সময়ের ক্রিয়াদি করে দেবেন। এই ভেবে অতি কষ্টে মনমোহন গাঙ্গুলীকে তাঁর বাড়ির কাছাকাছি ভোমতাতা নামের এক বৈষ্ণবের আখড়ার জঙ্গলের মধ্যে রেখে যান। আখড়াবাসীরা তাকে চিনতে পেরে তাদের ঘরে আশ্রয়ও দেন। ক্রমে গ্রামবাসীরা সবাই এই খবর পায়। কিন্তু তাঁর জন্য সহানুভূতি দেখানো দূরে থাকুক, বরং তারা উল্টো 'যেমন কর্ম তেমন ফল' ইত্যাদি নানা কথা বলে তাঁর কাছে গেলে মহাপাপ হবে মনে করে দূরে সরে থাকে। শ্রীশ্রীঠাকুর (তখন তাঁকে সবাই 'রামসাধু' বলে ডাকতেন) এই খবর পেয়ে সত্যরঞ্জন বাবুকে নানাভাবে বুঝিয়ে ঐ আখড়ায় নিয়ে যান এবং দু'জনে মিলে অতি কষ্টে সযত্নে সত্যরঞ্জন বাবুর বাড়িতে একটা ছোট ঘরে জায়গা করে দেন। ঐ ঘরে থেকে প্রায় তিন মাস ধরে এই মৃত্যুশয্যায় শায়িত রক্তামাশয় রোগীর দিনরাত সেবা পরিচর্যা শ্রীশ্রীঠাকুর একাই শেষ করেন। মনমোহন গাঙ্গুলী মহাশয়ের মৃত্যুর পর স্থানীয় একটা লোকও তাঁকে স্পর্শ করতে রাজি না হওয়ায় ঠাকুর ও সত্যরঞ্জন বাবু নিজ হাতে আমগাছ কেটে যথা নিয়মে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ করেন। যে সময় মনমোহন বাবু দেহত্যাগ করেন ঠিক ঐ সময় তাঁর অতি নিকট প্রতিবেশী বিশিষ্ট শাস্ত্রবিদ, প্রখ্যাত গীতা ও চণ্ডীপাঠক ও জ্যোতিষী শ্রীহেমচন্দ্র আচার্য্যও দেহত্যাগ করেন। তাঁর শ্মশানে বহু লোক সমবেত হয়ে খুব আড়ম্বরের সাথে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেন। কিন্তু মনমোহন বাবুর শ্মশানে ঠাকুর আর সত্যবাবু ছাড়া আর কেউই যায়নি। হেমচন্দ্র বাবু ছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত জ্ঞানাচার্য্য মহাশয়ের দাদা। জ্ঞানবাবু জানতেন যে, আত্মা দেহত্যাগ করলে কি অবস্থায় থাকে সেটা শ্রীশ্রীঠাকুর বলে দিতে পারবেন। তাই তিনি এ ব্যাপারে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছিলেন যে, মনমোহনের আত্মা মুক্ত হয়ে গেছে, তাঁর আর দেহ ধারণ করতে হবে না। কিন্তু হেমবাবুর আবার জন্ম হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন বেলা ১১টার সময় একনিষ্ঠ ভক্ত রোহিণী বাবুর বাড়িতে অবস্থানকালে বললেন, "আমাকে ১টার ট্রেনে কাশী যেতে হবে। এই বলে তিনি আর দেরি না করে স্টেশনের দিকে রওয়ানা দিলেন। রোহিণী বাবু তখন বুঝতেই পারেননি কেন তিনি হঠাৎ কাশী যাবার জন্য এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। যাই হোক, রোহিণী বাবু একদিন ছাত্রদের পড়িয়ে বাড়ি ফেরার জন্য এক বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছেন, হঠাৎ দেখলেন, পাশের গলি থেকে একজন সাধু বের হয়েছেন আর তাঁর পেছনে ১৫/১৬ জন লোক তাঁকে অনুসরণ করছেন। রোহিণী বাবু এই রকম দিব্যকান্তি সন্ন্যাসী জীবনেও দেখেননি। তিনি সাধুজীর পরিচয় জানার জন্য উৎসুক হয়ে ভাবলেন কাশী থেকে ঠাকুর ফিরে আসলে সব জানা যাবে। ৭/৮ দিন পর ঠাকুর কাশী থেকে ফিরে আসলেন। সন্ধ্যার পর ঠাকুরের কাছে বসে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "অত ব্যস্ত হয়ে কেন কাশী গেছিলেন?" শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, "গুরুর আদেশে কাশী গিয়ে কলকাতার দুই যুবককে দীক্ষা দিয়া আসলাম। তাঁরা গুরুর সাথে চলে গেছে।" রোহিণী বাবু আরও জিজ্ঞাসা করলেন, "তা আপনার গুরু আর কি বললেন?" গুরু বললেন, "তোর রোহিণীরে দেইখা আইলাম।" রোহিণী বাবু শুনে বললেন, "ঠাট্টা করেন কেন?" ঠাকুর বললেন, "কেন আপনি কি গুরুকে দেখেন নাই?" রোহিণী বাবুর তখন ৭/৮ দিন আগের সেই দিব্যকান্তি সন্ন্যাসীর ঘটনাটা মনে পড়ে গেল। তিনি তখন সব ঠাকুরকে খুলে বললেন। শুনে গুরুদেব বললেন, "তবে যে বললেন গুরুকে দেখেন নাই? তা কেমন দেখলেন?" কিন্তু এই নিয়ে কোন কথা ঠাকুর আর বলেননি।

একবার শ্রীশ্রীঠাকুরের একজন একনিষ্ঠ ভক্ত শ্রীহরিদাস আচার্য্য তাঁর পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে এক বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ওই বাড়ির নম্বরটি মিলিয়ে নিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন ওই বাড়িতেই ছিলেন। সদর দরজা খোলাই ছিল, কয়েক পা এগুতেই তিনি ঠাকুরের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। শুনে তাঁর প্রাণ আনন্দে নেচে উঠেছিল। ভাবলেন, আজ তাহলে তাঁর বহুদিনের সঞ্চিত আশা পূর্ণ হবে। কিন্তু এমনভাবে একজন অপরিচিত ভদ্রলোকের

> **চীনেবাদাম না কিনে যদি তাকে সাহায্য করা যায়, তবে তাতে ক্ষতি কী? কঠিন-কঠোর স্বরে ঠাকুরমহাশয় বললেন, কাহারও মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা অতি বড় অন্যায়। চীনেবাদাম বিক্রেতা গরীব হতে পারেন কিন্তু তিনি তো ভিক্ষে চাননি। ভাগ্যের জন্যই উনি আজ বিপর্যস্ত। আপনার সঙ্গে ওনার সম্পর্ক দাতা-গ্রহীতার কখনোই নয়।**

বাড়ি বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা শিষ্টাচার বিরুদ্ধ, তাই তিনি কয়েক পা পিছিয়ে এসে সদর দরজার কড়া নাড়লেন। স্থূলকায় এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে এসে হরিদাস বাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কাকে চাই?" সবিনয়ে আচার্য্য মহাশয় জানতে চাইলেন এখানে কি ঠাকুর মহাশয় আছেন? "হ্যাঁ আছেন।" উত্তরে ভদ্রলোক জানালেন। "তবে তাঁর আদেশ– কারো সঙ্গে তিনি দেখা করবেন না।" কাতরকণ্ঠে আচার্য্য মহাশয় তখন বললেন যে, তিনি দীর্ঘকাল ধরে ঠাকুরের দেখা পাননি, তাই শুধু ঘরের দরজা থেকে একটু শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন আর প্রণাম করে চলে যাবেন, কোনো কথা তুলে তাঁকে বিরক্ত করবেন না। শুনে একটু রাগত স্বরে ভদ্রলোক বললেন, "আপনি মশাই কী রকম লোক? আপনার অনুরোধে আমি কি ঠাকুরের আদেশ লঙ্ঘন করব?" বলে তিনি সশব্দে তার মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিলেন।

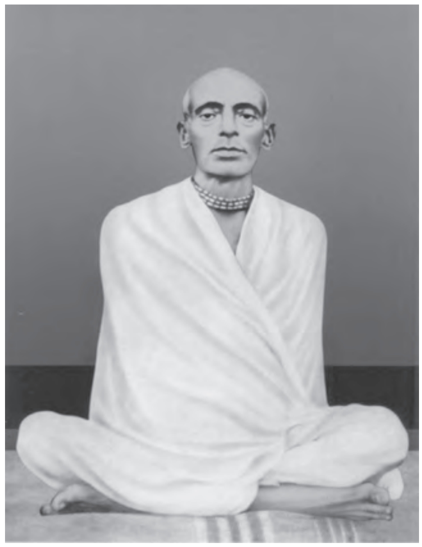

শুনে আচার্য্য মহাশয় কয়েক পা পিছিয়ে এসে সদর দরজার কাছে ফুটপাতে আভূমি নত হয়ে ঠাকুরের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে উঠলেন অশ্রুসজল চোখে। হরিদাস বাবু শ্রীশ্রীঠাকুর কোথায় আছেন খবর পাননি প্রায় এক বছরের উপর। একদিন কলকাতা থেকে তার পরিচিত এক ভদ্রলোকের চিঠিতে জানতে পারলেন ঠাকুর বিডন স্ট্রীটের ঐ বাড়িতেই আছেন। ভদ্রলোক আরও জানিয়েছিলেন যে ঠাকুরের স্থিতি কোনো স্থানেই দীর্ঘ হয় না। উনি যেন তাড়াতাড়ি ঐ বাড়িতে চলে যান। আর তাই চিঠি পাওয়ার সাথে সাথেই তিনি ঢাকা থেকে রওয়ানা দিয়ে ঐ দিন সকালে এসে কলকাতায় পৌঁছেছেন বড় আশা নিয়ে। কিন্তু এত কাছে এসেও এখন তাকে ফিরে যেতে হচ্ছে বড় ব্যথা নিয়ে। একেতো নির্ঘুম রাত জাগা, তার উপর ভগ্ন-অবসন্ন হৃদয়, তাই পা তাঁর চলছিল না। তবুও আস্তে আস্তে রাস্তার উল্টো দিকের ফুটপাত ধরে কিছুটা যেই এগিয়েছেন, মনে হচ্ছে তাঁর কানে বাজছে ফেলে আসা শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই চেনা কণ্ঠস্বর।

ফুটপাত ধরে আরও কয়েক পা এগুতেই অবাক হয়ে ভাবলেন, এ কী সত্যি! না শুধু মরীচিকা। মনে হলো, কয়েক পা পেছনেই তিনি যেন শুনতে পাচ্ছেন ঠাকুরের কণ্ঠস্বর। চোখ খুলে অবাক বিস্ময়ে দেখলেন, ঠাকুর সত্যি সত্যিই দ্রুত পায়ে তাঁর দিকে আসছেন। কোঁচার খুঁটে তিনি তখন দু'চোখ একটু ঘষে নিলেন। দেখলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যিই তার সামনে দাঁড়িয়ে। ঠাকুর সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় চলছেন হরিদাস বাবু? কেমন আছেন?" প্রাণভরে প্রণাম করলেন আচার্য্য মহাশয়। এরপর সব ঘটনা তিনি খুলে বললেন। ঠাকুরের সাথে হাঁটতে হাঁটতে বিডন স্কয়ারে প্রবেশ করার পর ঠাকুর বললেন, "আসেন, এই জায়গায় আমরা একটু বসি।" বেলা তখন তিনটের কাছাকাছি। পার্ক নির্জন, ধূলোভর্তি বেঞ্চখানা পরিষ্কার করতে ঠাকুরকে উদ্যত দেখে হরিদাস বাবু ত্রস্থহস্তে নিজের কোঁচা দিয়ে বেঞ্চটি পরিষ্কার করে নিলেন এবং রাগতভাবে ঠাকুরকে বললেন, তিনি থাকতে ঠাকুর কেন বেঞ্চের ধূলো পরিষ্কার করতে যাচ্ছিলেন। শুনে এত সামান্য ব্যাপার নিয়ে অনর্থক মাথা না ঘামানোর জন্য ঠাকুর হরিদাস বাবুকে সস্নেহে ভর্ৎসনা করলেন।

যাহোক, দু'জনে বসেছেন একটা বেঞ্চের উপর। হরিদাস বাবু জানালেন, তিনি দশ বছর ধরে ঠাকুরের সান্নিধ্য লাভ করেছেন। যেখানে গিয়েছেন সেখানেই দেখেছেন, ঠাকুরের দ্বার সবার জন্য চির-অবারিত। রোগ-কাতর দেহেও তিনি উপস্থিত নর-নারীর সঙ্গে হাসিমুখে কথাবার্তা বলেছেন। কখনও কাউকে প্রত্যাখান করেছেন বলে তিনি এর আগে কখনও শুনেননি, আর তাই তিনি জানতে চাইলেন, ঐ বাড়িতে কি তিনি সত্যিই আদেশ করেছিলেন যে তিনি কারো সাথে দেখা করবেন না। শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, "আমার তো জানেন হরিদাস বাবু, আবাহনও নাই, বিসর্জনও নাই। আমি তো কারো কোনো কামেই লাগি না। আপনেরা কষ্ট কইরা আসেন, প্রত্যাখান কইরা আপনেগো কষ্ট আর কি বাড়াইতে পারি?" তাহলে ঐ গৃহস্বামী যে বললেন, "আপনার আদেশ" জিজ্ঞাসা করলেন হরিদাস বাবু। শুনে ঠাকুর বললেন, "আমার কোন আদেশ যে কয়জন পালন করেছেন সে কি আমার অজানা? যে সময় আপনে ঐ বাড়িতে গেছিলেন সে সময়ও ওদের আত্মীয়-স্বজন এবং পরিচিত অনেকেই তো আমার সামনেই ছিলেন। ওনারা নিজেদের ইচ্ছামতন কাউকে ঢুকতে দেন, কাউকে দেন না।" সে সময় একজন চীনেবাদামওয়ালা তাঁদের সামনে এসে বললেন, "দু'পয়সার চীনেবাদাম নেবেন?" চীনেবাদামওয়ালার এই অনুরোধ হরিদাস বাবুর কাছে উৎপাত বলে মনে হলো। তাই তিনি তীব্রকণ্ঠে বলে উঠলেন, "না, না, লাগবে না, তুমি যাও।" সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরমহাশয় হরিদাস বাবুকে দু'পয়সার চীনেবাদাম কিনতে অনুরোধ করলেন। নিরুপায় হয়ে হরিদাস বাবু দু'পয়সার চীনেবাদাম কিনলেন। বাদামওয়ালা চলে যেতেই ঠাকুরমহাশয় সাগ্রহে চীনেবাদামের ঠোঙাটি নিজের কাছে নিলেন এবং সমভাবে দু'ভাগ করে নিজের অংশ থেকে বাদাম খেতে লাগলেন। পথে-ঘাটে, হোটেল-রেস্টুরেন্টে খাওয়া ছিল আচার্য্য মহাশয়ের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। এমন তিনি কখনও করেননি এর আগে। কোনো কিছু গ্রহণে ঠাকুরের আগ্রহও তিনি দেখেনওনি, শোনেনওনি। আজ এমন কি ব্রহ্মক্ষিদে ঠাকুরকে পেয়ে বসল যে, পার্কের বেঞ্চিতে বসে দু'পয়সার চীনেবাদামের অর্ধেক নির্বিচারে সানন্দে খাচ্ছেন ছেলেমানুষের মত। ঠাকুরমহাশয়ের অনুরোধে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার ভাগের চীনেবাদাম খাচ্ছিলেন আচার্য্য মহাশয়। কিন্তু আর চেপে রাখতে পারলেন না। এ বিষয়ে প্রশ্ন করে বসলেন হরিদাস বাবু। উত্তরে ঠাকুর জানালেন যে, তারা তো কতভাবে কত পয়সা খরচা করেন। একটু মনে

যেন রাখেন যে এই গরীব চীনেবাদামওয়ালাদেরও ঘরভাড়া দিতে হয়, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ঘর সংসার করতে হয়, কাপড় কিনতে হয়। সকলেই যদি এদের বিমুখ করেন তবে এরা মুখে তুলবেন কী? চিত্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিল হরিদাস বাবুর এই পার্কে বসে অনভ্যস্ত চীনেবাদাম খাওয়ায়। কিন্তু ঠাকুরের আদেশ লঙ্ঘন করার স্পর্ধা তার ছিল না। বিক্ষোভ ভরা কণ্ঠে তিনি বললেন, চীনেবাদাম না কিনে যদি তাকে সাহায্য করা যায়, তবে তাতে ক্ষতি কী? কঠিন-কঠোর স্বরে ঠাকুরমহাশয় বললেন, কাহারও মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা অতি বড় অন্যায়। চীনেবাদাম বিক্রেতা গরীব হতে পারেন কিন্তু তিনি তো ভিক্ষে চাননি। ভাগ্যের জন্যই উনি আজ বিপর্যস্ত। আপনার সঙ্গে ওনার সম্পর্ক দাতা-গ্রহীতার কখনোই নয়। নিজের ভুল বুঝতে পেরে আচার্য্য মহাশয় লজ্জিত এবং দুঃখিত বোধ করলেন। অকপটে সে কথা ঠাকুরমহাশয়ের কাছে স্বীকার করলেন বারংবার। যাহোক, খাওয়ার পরে চীনেবাদামের খোসাগুলো ঠোঙার মধ্যে হরিদাস বাবু তুলে নিয়ে বেঞ্চির পেছনে ফেলে দিতে যেই যাচ্ছিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, "ঐখানে ফেলবেন না, ছেলেপেলেরা ঐখানে খেলা করে। ত্যানাদের অসুবিধে হইতে পারে। ঐ ঠোঙাটা আপনার পকেটে রাইখ্যা দেন, ফেরবার সময় ফুটপাতের কোনো আবর্জনা ফেলার জায়গায় ফেইল্যা দিবেন।" ক্ষণকাল আচার্য্য মহাশয় ঠাকুরমহাশয়ের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন আর ভাবছিলেন, মানুষের কোনো অসুবিধে যাতে না ঘটে তার জন্য সর্বক্ষণ কি সতর্ক দৃষ্টি শ্রীশ্রীঠাকুরের।

হঠাৎ ঠাকুরমহাশয় বলে উঠলেন, "আচ্ছা হরিদাস বাবু, আপনে যে বাড়িতে প্রতিদিন ভোগ দ্যান তা তো খাইতে কষ্ট হয় না, কিন্তু সেদিন এমন গরমই দিছেন, আমার তো মুখ পুইড়্যা যায়।" হরিদাস বাবু প্রতিদিন যে শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবির সামনে যে ভোগ দিতেন তাকে ঠাণ্ডা করার জন্য তার সহধর্মিনী একপাশে বসে পাখা নাড়াতেন আর ঠাণ্ডা হলেই হরিদাস বাবু তা নিবেদন করতেন ঠাকুরের পটের সামনে। ঠাকুরের এই কথা শুনে হরিদাস বাবুর মনে পড়লো, গত পৌষমাসে তার ইচ্ছে হয়েছিল ঠাকুরকে পোলাও ভোগ নিবেদন করার। সেই অনুযায়ী তিনি তার স্ত্রীকে বলে রেখেছিলেন যে, হাঁড়িসুদ্ধ পুষ্পান্ন যেন উনুন থেকে নামিয়েই ভোগের ঘরে আনেন এবং থালায় বেড়ে দেন, আর প্রতিদিনের মত যেন পাখার বাতাস না করেন। কারণ "ঠাণ্ডা পোলাও" নাকি স্বাদযুক্ত হয় না। উত্তপ্ত পোলাও গ্রহণে ঠাকুরের যে অসুবিধে হতে পারে সেটাও তিনি সাময়িকভাবে ভুলে গিয়েছিলেন। কারো কারো মুখে তিনি শুনেছিলেন, ঠাকুর পটে সর্বক্ষণ প্রকট থাকেন। আজ তিনি নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করলেন ঠাকুরের পট শুধু কাঁচ-কাঠ-কাগজেরই কারবার নয়, ঠাকুর যে পটে নিত্য বিরাজমান এটা তিনি ভালোভাবেই উপলব্ধি করলেন। তখন অকপটে ঠাকুরমহাশয়ের কাছে স্বীকার করলেন উষ্ণ-পুষ্পান্ন নিবেদনের কথা এবং স্বীকার করলেন ঐ উষ্ণ-পুষ্পান্ন গ্রহণ করতে তাঁর যে ক্লেশ হয়েছিল সেটাও ভুলে গিয়েছিলেন। আজ তিনি বুঝলেন যে, পটে আর দেহে ঠাকুরের কোন প্রভেদ নেই। এই আনন্দে তিনি তখন পার্কের ভেতরেই ঠাকুরের চরণে লুটিয়ে পড়লেন। ঠাকুর তখন তাঁকে পাশে বসালেন আর বললেন, "এইখানে ঐখানে ঘুইরা কোনো লাভ হয় না হরিদাস বাবু, ওরে শিবাবায়ু কয়। ঘরে বইস্যাই মানুষ সব পাইতে পারেন।" হরিদাস বাবু তখন বুঝতে পারলেন, এক বছর ধরে ঠাকুরকে না দেখতে পাবার জন্য তিনি যা ছটফট করেছেন, সেটা কত বড় ভুল ছিল। ভুল করেছেন তিনি এখানে ওখানে ঠাকুরের ঠিকানা সংগ্রহ করার জন্য সবরকমের প্রচেষ্টা করে। আরও ভুল করেছেন তিনি ঢাকা থেকে কলকাতায় এসে ঠাকুর দর্শন করতে যে ব্যর্থ হয়েছিলেন সেটা ভেবে। কারণ এখন তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন তার নিজ ঘরে রাখা শ্রীশ্রীঠাকুরের পটেই তো ঠাকুর চির-বিদ্যমান।

এর মধ্যে বেশ কয়েকবার ছেলেমেয়ে এসে যে খেলাধুলো শুরু করেছে, সেদিকে খেয়াল ছিল না আচার্য্য মহাশয়ের। এখন দেখলেন বুড়োরাও হাঁটাচলা করছেন। সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসার বেশি দেরি নেই। হরিদাস বাবু বললেন, তিনি তার ভুল বুঝতে পেরেছেন এবং তিনি আজই রওয়ানা দেবেন ঢাকায়। "বেশ সেটাই ভালো– তাই করেন গিয়া।" বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর। দু'জনেই উঠে পড়লেন আর পার্কের গেট পেরিয়ে ফুটপাতে এসে হরিদাস বাবু ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, এখন তিনি কোথায় যাবেন। "সেই বাড়িতে, যেখানে আপনার মুখের সামনে দরজা বন্ধ কইর‌্যা দিছিলেন তানরা, সেইখানেই আমার ফিরা যাইতে হইব।" মৃদুহাস্যে ঠাকুরমহাশয় জানালেন। ক্ষিপ্ত হয়ে হরিদাস বাবু বলে উঠলেন যে, যারা আপনাকে নিয়ে এতবড় মিথ্যাচার, অন্যায় করে সেখানে আপনি আবার ফিরে যাবেন? কাতরকণ্ঠে ঠাকুরমহাশয় বললেন, "হঃ, ঐখানেই ফিরা যাইতে হইব। কারণ ওনাদের কথা দিছিলাম যে সাতদিন ঐ বাড়িতে থাকুম। সাতদিনের আরও দুইদিন বাকি।" আবার বিস্ময়-ভরা চোখে হরিদাস বাবু ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কতক্ষণ তাকিয়েছিলেন তিনি বুঝতেই পারেননি। হঠাৎ পিঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের ডান হাতের স্পর্শ পেতেই ঘোর কাটল। ঠাকুর বললেন, "এইবার আসেন গিয়া– আমিও যাই।" ফুটপাতে পুনরায় ঠাকুরমহাশয়কে প্রণাম করলেন হরিদাস বাবু। ঠাকুর অতি দ্রুতপায়ে রাস্তা পার হয়ে বিপরীত ফুটপাত দিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন। ঠাকুর যখন দৃষ্টির বাইরে চলে গেলেন, তিনিও তখন পূর্বদিকে হাঁটতে লাগলেন। কিছুদূর যাবার পর তার মনে পড়ল যে একটা ডাস্টবিন পেছনে ফেলে এসেছেন, তাই তিনি আবার পিছু হেঁটে নিজের পকেট থেকে চীনেবাদামের খোসাভর্তি ছোট ঠোঙাটি ডাস্টবিনে ফেলে দিলেন। জয় রাম! ❑

ঋণ :

(১) রামঠাকুরের কথা – ড. ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পি আর এস
(২) শ্রীশ্রীঠাকুর রামচন্দ্রদেব – শ্রী শুভময় দত্ত
(৩) সাধু দর্শন ও সৎসঙ্গ – ড. গোপীনাথ কবিরাজ, পদ্মবিভূষণ
(৪) শ্রীশ্রীরামঠাকুর – শ্রীশ্রীকৈবল্যধাম, যাদবপুর, কলকাতা
(৫) শ্রীশ্রীকৈবল্যধাম আশ্রয়, চট্টগ্রাম
(৬) শ্রীগুরু শ্রীশ্রীরামঠাকুর – রোহিণী কুমার মজুমদার
(৭) ভারতের সাধক – শঙ্করনাথ রায়

[* অধ্যাপক, সেন্টেনিয়াল কলেজ, টরন্টো]

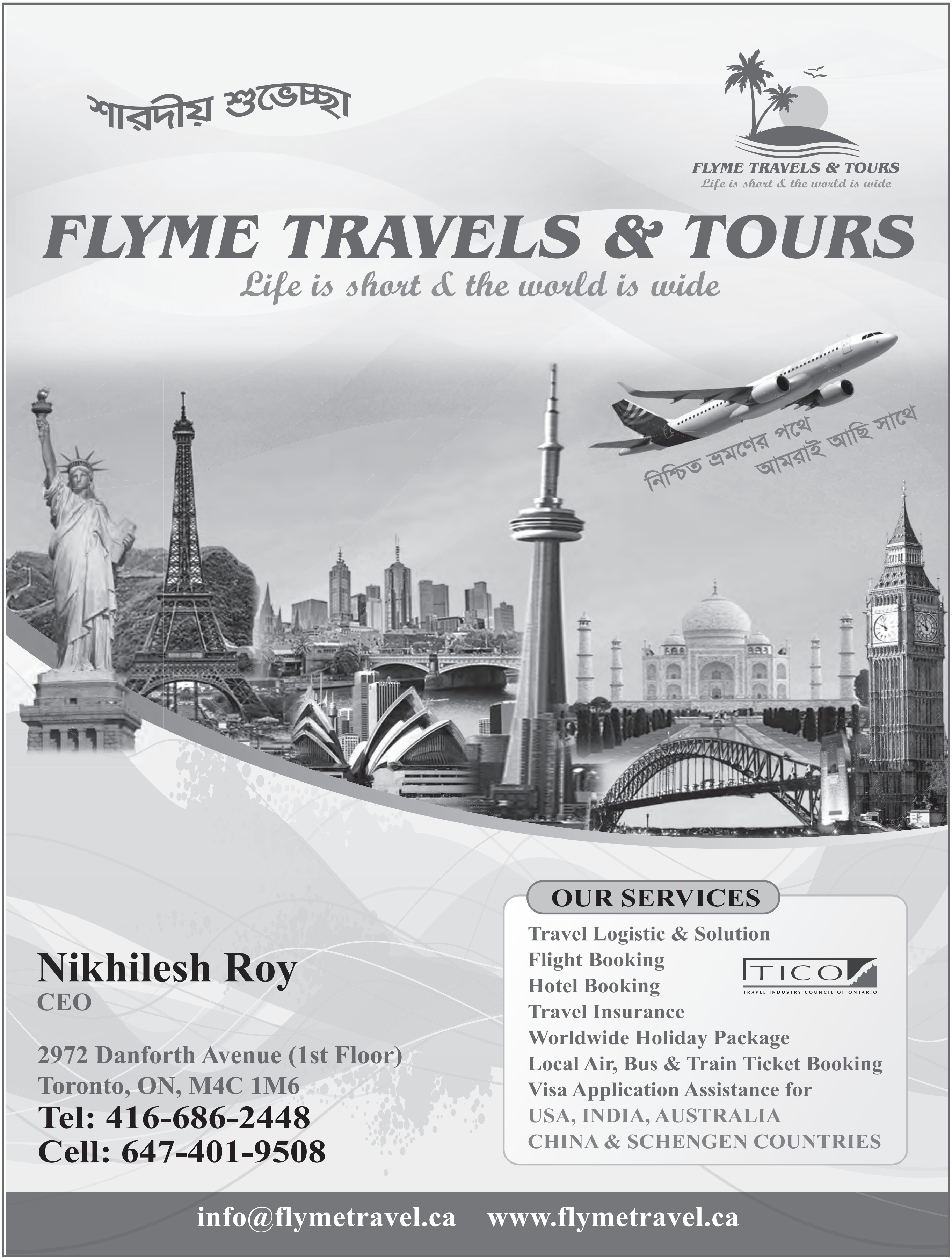
শারদীয় শুভেচ্ছা
FLYME TRAVELS & TOURS
Life is short & the world is wide
FLYME TRAVELS & TOURS
Life is short & the world is wide
নিশ্চিত ভ্রমণের পথে
আমরাই আছি সাথে
OUR SERVICES
Travel Logistic & Solution
Flight Booking
Hotel Booking
Travel Insurance
Worldwide Holiday Package
Local Air, Bus & Train Ticket Booking
Visa Application Assistance for
USA, INDIA, AUSTRALIA
CHINA & SCHENGEN COUNTRIES
TICO
TRAVEL INDUSTRY COUNCIL OF ONTARIO
Nikhilesh Roy
CEO
2972 Danforth Avenue (1st Floor)
Toronto, ON, M4C 1M6
Tel: 416-686-2448
Cell: 647-401-9508
info@flymetravel.ca www.flymetravel.ca

ঝুঁকির মুখে যখন পণ্ডিত জন : কানাডার বিশ্ববিদ্যালয়ে সহায়তার কার্যক্রম

ননীগোপাল দেবনাথ*

গোঅ্যাল্ফ বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপিকা মোনিক্যা ডেভেউস্ক নীতিশাস্ত্র ও সামাজিক বিবর্তনের গবেষণা শাখার প্রধান, এবং বিশ্বব্যাপী পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যক্তির জীবন অযৌক্তিকভাবে হুমকির মুখে পড়লে সহায়তা করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় যে কার্যক্রম নিয়েছে তার প্রাতিষ্ঠানিক রূপকার। এই কার্যক্রমের আওতায়, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কোন মেধাবীর শিক্ষায়তনিক অগ্রযাত্রা বিপদগ্রস্থ হলে তাকে সেই নিগৃহীত ঝুঁকির থেকে উদ্ধার করার প্রয়াস করা হয়। ডেভেউস্ক বলেন "শিক্ষাঙ্গনে স্বাধীনতা ও বাক্-স্বাধীনতা থাকা চাই, তাছাড়া কোথাও শিক্ষক বা মেধাবী শিক্ষার্থী স্বাধীন সত্তার স্বীকার হলে আমাদের কর্তব্য সাশ্রয় নিয়ে এগিয়ে যাওয়া", তিনি আরো উল্লেখ করেন, "কোন সরকারের অবদমনের ফলে যেকোন শিক্ষাঙ্গনে কোন মেধাবীর শিক্ষার অগ্রযাত্রায় বিঘ্ন ঘটতে দেখলে আমরা অবশ্যই পাশে দাঁড়াবো।"

মাত্র কয়েক মাস পূর্বে এভরেন আলটিনক্যাসের পাণ্ডিত্যপূর্ণ অগ্রযাত্রা বিচূর্ণীত হতে চলেছিল। তাকে অনভিপ্রেতভাবে তুরস্কের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছিল এবং দেশের সরকারি সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়েছিল। এভরেনের একমাত্র অন্যায় ছিল তার ভিন্ন রাজনৈতিক দর্শন। তিনি জানান, "শিক্ষকতার পাশাপাশি আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল আমার দেশে সমাজের বাস্তবতার দিকে, মানবাধিকার উলঙ্ঘন কতটা প্রকট, নিরীহ জনগণ সরকার ও সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় দ্বারা কতটা উৎপীড়িত।" তিনি আরো বলেন, "তুরস্কের গণবিরোধী সরকার সাধারণত জ্ঞানী-গুণীজনদের কোন প্রকার সমালোচনার তোয়াক্কা করে না বরং তাদের উপর খড়্গহস্ত, এমনকি নানাভাবে লাঞ্ছিত করতে দ্বিধা করে না।" আমার ক্ষেত্রেও মানুষের অধিকারের কথা বলতে চেয়েছি বলে, বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মানিত অধ্যাপক হওয়ার স্বপ্ন ভূলুণ্ঠিত হয়েছে।

আমি আজ আনন্দিত যে ছাত্রদের সাথে খোলামেলা কথা বলতে পারছি, অনেক সময় ধরে গবেষণায় লিপ্ত থাকতে পারি। অনেকে মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে জানতে চায় এবং বিশ্বের নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ আলোচনা করে আমার সাথে, ইতোপূর্বে আমি স্বাধীনতার গ্রহণযোগ্যতার এমন সমাজ আর দেখিনি।

কিন্তু ভাগ্য সুপ্রসন্ন, বর্তমানে কানাডার গোঅ্যাল্ফ বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কার্যক্রম রয়েছে, মেধাবীর অগ্রযাত্রার হুমকিকে মোকাবেলার, তার মাধ্যমে এভরেনকে সহায়তা দিতে কার্যক্রম যথাযথ দ্রুত ব্যবস্থা নেয়, এই ইতিহাসবিদ আজ স্বাধীনভাবে একজন বহিরাগত অধ্যাপকরূপে শিক্ষকতা ও গবেষণা করছেন গোঅ্যাল্ফে। অভিবাদন গোঅ্যাল্ফ বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন নজিরবিহীন কর্মপন্থার জন্য, এর ফলে এভরেনের জীবন হয়রানি, ভীতি ও অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি পেয়েছে শুধু তাই নয়, বিশ্বের নানা দেশে দমনকারী, ব্যক্তি স্বাধীনতাবিরোধী যেকোন সরকারের প্রতি এটি একটি আদর্শিক শিক্ষণীয় দৃষ্টান্তও বটে।

কানাডা যাত্রার প্রাক্কালে, তুরস্কের ইজমির বিমানবন্দরে বিমানে আরোহণের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত এভরেন জানতেন না তাকে দেশের বাইরেও যেতে দিবে কিনা সরকার। এরই মাঝে তার স্ত্রী ও দুই কন্যার পাসপোর্টে বহিরাগমন সিল পড়েছে অর্থাৎ তারা স্বাধীনচেতা হওয়ার প্রতীকী রেখা অতিক্রান্ত। কিন্তু এভরেনের দলিলপত্র বেশ সতর্কতা নিয়ে নিরীক্ষা করছিল পুলিশ কিছুটা সময় লাগিয়ে, পরিশেষে তার পাসপোর্টেও সিল দিল ঠিক তবে অত্যন্ত বিরক্তির উচ্চারণে "হ্যাঁ যাও!" তবে ইশারায় বুঝিয়ে দিয়েছিল "যাও রসাতলে যাও, আমাদের পরিত্রাণ দাও।"

এভরেন তার শিক্ষকতা জীবনের প্রথমদিকে প্রত্যক্ষ করলেন তুরস্কে মহিলা, কুর্দি, ইহুদী বা অন্যান্য সংখ্যালঘুদের প্রতি কতটা বৈষম্যপূর্ণ আচরণ করা হয়, তিনি প্রথমত চেষ্টা করেছেন তার ছাত্রগণ যেন এ ধরনের বৈষম্য ও দৈন্যের কথা খোলাখুলি প্রকাশ করে এবং বিভিন্ন সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের গোচরীভূত করে।

অল্পদিনের মাঝেই এভরেন লক্ষ্য করলেন তার বেতন ভাতা সংকুচিত করা হয়েছে এবং পরোক্ষভাবে তাকে পদত্যাগ করতে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে তাকে অপরিচিত বা অপ্রাসঙ্গিক বিষয় পড়াবার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এভরেনের স্ত্রীও একজন চিত্রশিল্পী ও শিক্ষিকা ছিলেন, তার প্রতিও একই আচরণ শুরু হয়েছিল। পরে উভয়কে জানিয়ে দেয়া হয়েছিল, তাদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ রয়েছে তদন্তের অপেক্ষায়, উভয়ে পদত্যাগ করলে অভিযোগ প্রত্যাহার করা হবে, তারা তাই করতে বাধ্য হয়েছেন।

মধ্যপ্রাচ্যের এই ইতিহাসবেত্তা তার অভিজ্ঞতার আলোকে আরো জানালেন, শিক্ষাঙ্গনে স্বাধীনতা বা বাক্-স্বাধীনতা খর্ব থাকলে, শিক্ষকদের জীবন খোলা জেলখানায় থাকার সামিল, এমন পরিস্থিতিতে সাধারণ জনগণের পরিণতি কি দাঁড়াতে পারে ভাবনার অতীত। গোঅ্যাল্ফে শিক্ষকের ভূমিকায় কাজ শুরু করে আজ এভরেন ভাবছেন তার প্রায় পুনর্যৌবন প্রাপ্তি হয়েছে।

তিনি আরো জানান, "আমি আজ আনন্দিত যে ছাত্রদের সাথে খোলামেলা কথা বলতে পারছি, অনেক সময় ধরে গবেষণায় লিপ্ত থাকতে পারি। অনেকে মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে জানতে চায় এবং বিশ্বের নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ আলোচনা করে আমার সাথে, ইতোপূর্বে আমি স্বাধীনতার গ্রহণযোগ্যতার এমন সমাজ আর দেখিনি।"

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু বা অন্য কেউ শিক্ষাঙ্গনে এ ধরনের বৈষম্যের বা হয়রানির শিকার হলে গোঅ্যাল্ফ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কার্যক্রমের সাহায্য নিতে পারেন।

সূত্রঃ পোরটিকো, স্প্রিং ২০১৯। গোঅ্যাল্ফ বিশ্ববিদ্যালয় ম্যাগাজিন, গোঅ্যাল্ফ, অন্টারিও, কানাডা। ❑

[* প্রকৌশলী]

ZOLO
শারদীয় শুভেচ্ছা
Buy
Sell
Lease
House or Condo
please contact
A Name You Can Trust
Miton Parial
Real-Estate Sales Representative
Cell: 416-721-1497
mitonkanti@yahoo.ca
miton.parial@zolo.ca
ZOLO
ZOLO REALTY, Brokerage
202 - 895 Lawrence Ave East Toronto, ON,
M3C 3L2 416-898-8932
www.zolo.ca
@SystemsDTP 647-966-2854

শিকাগো ধর্ম সম্মেলনের প্রেক্ষাপটে ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

সুব্রত কুমার দাস*

বাঙালি বৈষ্ণবদের নিকট ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর (১৯০৪-১৯৯৯) নামটি অনেক আদরের। যেহেতু তাঁর জন্ম বরিশালে, বেড়ে ওঠা ফরিদপুরে এবং ধর্মজ্ঞান বিতরণ অধিকাংশই বাংলাভাষী অঞ্চলে, তাই অবিভক্ত বাংলার বৈষ্ণবদের কাছে তাঁর আদর স্বাভাবিকভাবেই বেশি। বৈষ্ণব বলয় ছাড়িয়ে তিনি সামগ্রিকভাবে বাঙালি হিন্দু সমাজের নিকট বিশেষ মনোযোগের একজন মানুষ হয়ে উঠেছিলেন তাঁর জ্ঞানপরিধির কারণে। ধর্মীয় জ্ঞানচর্চায় তাঁর প্রগাঢ়তার কারণেই সেই ১৯৩৩ সালে 'ওয়ার্ল্ড ফেলোশিপ অব ফেইথস' নামের সংগঠনের আহ্বানে সুদূর আমেরিকার শিকাগো শহরে তাঁর আগমন ঘটে। মোট চারটি বক্তৃতা দিয়ে তিনি আয়োজকদের মন জয় করতে সক্ষম হন। বলে রাখা যেতে পারে যে, ওই শিকাগো শহরেই ১৮৯৩ সালে পার্লামেন্ট অব ওয়ার্ল্ড রিলিজিওনসে যোগ দিয়ে অন্য যে বাঙালি বহুল প্রচার ও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়েছিলেন তিনি হলেন স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩–১৯০২)। আমেরিকার সংবাদপত্রগুলোতে বিবেকানন্দকে নিয়ে সেই আলোকপাত দেশটির বহু অবাঙালির মনে ভারতীয় মানুষটির প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিতে সাহায্য করেছিল। স্বামীজীর এই কর্মকাণ্ড অনেকটাই যেন ছিল বিশ্বজয়ের মত একটি ঘটনা, মহানামব্রতের ঘটনাটিও ছিল সমতুল্য একটি ব্যাপার।

বর্তমান লেখার শুরুতে শিকাগোতে স্বামী বিবেকানন্দ যে ধর্ম সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন সেটির বিষয়ে সামান্য আলোকপাত করে রাখতে চাই। সকলের জানা আছে, শিকাগোতে ১৮৯৩ সালে একটি বাণিজ্যমেলার আয়োজন করা হয়েছিল। সেটির নাম ছিল 'ওয়ার্ল্ড ফেয়ার : কলাম্বিয়ান এক্সপোজিশান'। আমেরিকার মাটিতে কলম্বাসের আগমনের চার'শ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সে-আয়োজনটি করা হয়েছিল। মূল মেলাটি শুরু হয়েছিল আগের বছরেই। চলেছিল একবছর ধরে। ৬৯০ একর বিস্তৃত মেলাস্থলে সারা বছরে মোটামুটি দুই কোটি সত্তর লক্ষ মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন বলে জানা যায়। আসন্ন মেলা উপলক্ষে বিপুল সংখ্যক অংশগ্রহণকারীর আগ্রহকে বিবেচনায় এনে অনেকগুলো সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা হয়েছিল। ওয়ার্ল্ড'স কংগ্রেস অক্সিলিয়ারি ভবনে সেপ্টেম্বরের ১১ তারিখ থেকে ২৭ তারিখ পর্যন্ত চলেছিল পার্লামেন্ট অব ওয়ার্ল্ড রিলিজিওনসের সম্মেলন। উদ্বোধনী পর্বে অনেকের সাথে ছিলেন ত্রিশ বছর বয়সী বাঙালি স্বামী বিবেকানন্দও। ওই সম্মেলনেই তাঁর সেই বক্তৃতা– যেটির শুরুর বাক্যটি ছিল 'সিস্টারস অ্যান্ড ব্রাদার্স অব আমেরিকা...' এতই উদ্দীপনাকারী ছিল যে উপস্থিত সাত হাজার দর্শক বক্তৃতাশেষে তাঁকে 'স্ট্যান্ডিং ওবেশান' দিয়ে সম্মান প্রদর্শন করেন। এক বক্তৃতাতেই বাঙালি এই ধর্মবেত্তা রীতিমত বিখ্যাত হয়ে যান। ফলে দেখা যায় যে, সারা সম্মেলন জুড়েই স্বামী বিবেকানন্দ একটি বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বলে রাখা যেতে পারে যে, ওই সম্মেলনের দ্বিতীয়টি অনুষ্ঠিত হয় শিকাগোতে আয়োজনের শতবর্ষে– অর্থাৎ ১৯৯৩ সালে। সেটিও হয়েছিল ওই শিকাগোতে। সেটিতে বিভিন্ন ধর্মের আট হাজার মানুষ উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয় সম্মেলনের গুরুত্বপূর্ণ বক্তা ছিলেন তিব্বতের ধর্মগুরু দালাইলামা। পরবর্তী সম্মেলনগুলো অনুষ্ঠিত হয়েছে যথাক্রমে ১৯৯৯, ২০০৪, ২০০৯, ২০১৫ সালে। সপ্তম সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়েছে ২০১৮ সালের নভেম্বরে, টরন্টোতে।

এবার আসছি শিকাগোতে আয়োজিত আরেক ধর্মসম্মেলনে মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর যোগদান বিষয়ে। অনেকেরই জানা আছে যে, জন্মকালে তাঁর নাম ছিল বঙ্কিম দাশগুপ্ত। বাবার মৃত্যুর পর ১৮ বছর বয়সে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য ফরিদপুর শহরে অবস্থিত শ্রীঅঙ্গন নামের ধর্মালয়ে আসেন। ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, বিংশ শতাব্দীর শুরুর দশকগুলোতে বঙ্গীয় অঞ্চলে বৈষ্ণব ভাবের পুনর্বিকাশে শক্তিমান কাণ্ডারী প্রভু জগদ্বন্ধুর (১৮৭১-১৯২১) প্রার্থনাস্থল শ্রীঅঙ্গনের তখনকার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী। মহেন্দ্রজীর পরামর্শে বঙ্কিম প্রথমবার ফিরে যান এবং কৃতিত্বের সাথে ম্যাট্রিকুলেশান পাশ করার পরে শ্রীঅঙ্গনে ফিরে আসেন এবং সেখানে স্থায়ীভাবে থেকে যান। সেখানে দীক্ষাদানের সময় মহেন্দ্রজী বঙ্কিমের নাম দেন মহানামব্রত। ছাত্রজীবনে মহানামব্রত যথেষ্ট মেধার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন ও সংস্কৃত বিষয়ে এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন। সংস্কৃততে তিনি এতই প্রতিভার পরিচয় দেন যে, প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং স্বর্ণপদকও লাভ করেন। 'ওয়ার্ল্ড ফেলোশিপ অব ফেইথস' নামের সংগঠনটি ১৯৩৩ সালে অনুষ্ঠেয় সম্মেলনকে সামনে রেখে পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের, ধর্মগুলোর বিভিন্ন পথের মানুষদের আহ্বান করেন যুক্ত হতে। যোগদানের তেমন একটি আমন্ত্রণপত্র মহেন্দ্রজীর কাছেও এসে পৌঁছায়। তিনি সিদ্ধান্ত নেন মহানামব্রতকে পাঠানোর। জানিয়ে রাখা যেতে পারে যে, সম্মেলনের পরে মহানামব্রত আমেরিকাতে পি.এইচ.ডি. করতে শুরু করেন এবং শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩৭ সালে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন।

দুটি প্রধান কারণে 'ফেলোশিপ অব ফেইথ' 'পার্লামেন্ট অব রিলিজিওনস' থেকে আলাদা। প্রথমটি ছিল ধর্মের প্রতিনিধিদের জন্য, অন্যদিকে দ্বিতীয়টি হলো সকল বিশ্বাসের প্রতিনিধিদের জন্য। একটিতে ছিল নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের প্রচেষ্টা, অন্যটি হলো মানবসমাজের সমস্যা সমাধানে সকল বিশ্বাসের মানুষদের সামূহিক আত্যন্তিক প্রচেষ্টা।

একথা সত্য, শুরুতে কেউ কেউ এই সম্মেলনকে 'দ্বিতীয় পার্লামেন্ট অব রিলিজিওনস' নামে অভিহিত করতে শুরু করেন। মার্কাস ব্রেব্রুক তাঁর 'দ্য ওয়ার্ল্ড কনগ্রেস অব ফেইথস– অ্যান ওভারভিউ' শিরোনামের প্রবন্ধে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে আয়োজিত এই দুটি

ধর্মসম্মেলনের মধ্যে একটি যোগসূত্র খোঁজার চেষ্টা করেছেন। তাঁর প্রবন্ধে আরও জানা যায়, ১৮৯৩ সালের সম্মেলনকে কোনো প্রকার সহযোগিতা দিতে আর্চ বিশপ অব ক্যান্টারবেরি অস্বীকার করেছিলেন। তিনি আরও জানান, ১৯৩৩ সালের সম্মেলনে সভাপতিত্ব না করার জন্য অষ্টম অ্যাডওয়ার্ডকে আর্চ বিশপ কসমো ল্যাঙ পরামর্শ দেন কেননা তখন তাঁদের দৃষ্টিতে খ্রিষ্টান ধর্মই ছিল একমাত্র সত্যিকারের ধর্ম।

ওয়ার্ল্ড ফেলোশিপ অব ফেইথস আয়োজিত এই সম্মেলনটি চলেছিল ২৭ আগস্ট থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। প্রতিদিন দু'তিনটি করে মোটামুটি পঞ্চাশটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন উপলক্ষে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি যেমন আমেরিকার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নর-সহ চিন্তাবিদ ও লেখক রোমাঁ রোলাঁ এবং ভারত থেকে মহাত্মা গান্ধীও শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছিলেন।

উদ্বোধনী পর্বে একটি অসাধারণ বক্তৃতা করেন ফ্রান্সিস জে ম্যাককোনেল। তিনি ওই আয়োজনের প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করেন। তিনি উল্লেখ করেন দুটি প্রধান কারণে 'ফেলোশিপ অব ফেইথ' 'পার্লামেন্ট অব রিলিজিওনস' থেকে আলাদা। প্রথমটি ছিল ধর্মের প্রতিনিধিদের জন্য, অন্যদিকে দ্বিতীয়টি হলো সকল বিশ্বাসের প্রতিনিধিদের জন্য। একটিতে ছিল নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের প্রচেষ্টা, অন্যটি হলো মানবসমাজের সমস্যা সমাধানে সকল বিশ্বাসের মানুষদের সামূহিক আত্যন্তিক প্রচেষ্টা। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে স্পষ্ট হয় বর্তমানে পৃথিবীজুড়ে আন্তধর্মীয় সংলাপ বলে যে বিষয়টি চালু রয়েছে সেটির বীজ সম্ভবত 'ফেলোশিপ অব ফেইথ'-এর উদ্যোগের ভেতর প্রথম দেখা গিয়েছিল। যদিও একথা মানতে কোনো অসুবিধা নেই যে, 'পার্লামেন্ট অব রিলিজিওনস' যে আয়োজন গত আড়াই দশক ধরে করে চলেছেন সেটির সুরও কিন্তু এখন ওই একই।

'ফেলোশিপ অব ফেইথ' সম্মেলনকে কেন্দ্র করে পাঠানো শুভেচ্ছাবার্তা এবং বক্তৃতামালার একটি সংকলন প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ সালে। নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সে-সংকলনটির দ্বিতীয় সংস্করণ আসে ১৯৩৮ সালে যেটি বর্তমান আলোচকের পড়ার সুযোগ ঘটেছে। বইটিতে বিভিন্ন দেশ ও জাতিগোষ্ঠী থেকে প্রতিনিধিত্বকারী মোট ১৯৯ জনের ২৪২টি বক্তৃতা সংকলিত হয়েছে। প্রায় এক হাজার পৃষ্ঠার সেই বইটির শুরুতে মোট এগারোটি ধর্ম থেকে সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা যুক্ত করা হয়েছে।

বইতে মোট ষোলোটি অধ্যায়ে বক্তৃতাগুলোকে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। মহানামব্রত প্রদত্ত বক্তৃতাগুলো দ্বাদশ অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত। অধ্যায়টির নাম 'মাদার ইন্ডিয়া'। মোট এগারোজনের বক্তৃতা রয়েছে সেখানে। নয়জন ভারতীয়ের বাইরে একজন নেপালি এবং বাকিজন আমেরিকান। যে অংশে মহানামব্রতের বক্তৃতা সংকলিত সেটির নাম 'নতুন এক বিশ্বভ্রাতার বার্তা'। এই অংশটির দুটি ভাগ রয়েছে। প্রথম ভাগে মহেন্দ্রজীর বাণী পড়ে শোনানো হয়। দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর দেয়া চারটি বক্তৃতা। বইয়ে তাঁর বক্তৃতার শিরোনাম 'ক্যারিড টু শিকাগো– ফ্রম ইন্ডিয়া'। বইয়ে ছাপা পৃষ্ঠায় বক্তৃতাগুলোর দৈর্ঘ্য সতেরো। প্রথমটি ছিল 'অহিংসা' নিয়ে এবং দ্বিতীয়টি ছিল 'মহাত্মা গান্ধী ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব' নিয়ে। প্রথমটিতেও গান্ধীজীর উল্লেখ ছিল বারবার। শেষ দুটি ছিল যুগপুরুষ জগদ্বন্ধুকে নিয়ে। জগদ্বন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর আলোকপাত রয়েছে সে-দুটিতে। জগদ্বন্ধুর সাথে মহানামব্রতের সাক্ষাৎ এবং জগদ্বন্ধুর দর্শন নিয়ে তাঁর ভাবনার কথাও এসেছে প্রসঙ্গান্তরে। মহানামব্রত উল্লেখ করেছেন জগদ্বন্ধুর সাথে দু'বার সাক্ষাৎ হলেও তাঁদের মধ্যে বাক্যবিনিময় হয়নি, যদিও জগদ্বন্ধুর শারিরীক দর্শন মহানামব্রতকে আপ্লুত করেছিল।

পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৩৬ সালে লন্ডনে ওয়ার্ল্ড ফেলোশিপ অব ফেইথস-এর দ্বিতীয় সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়। মহানামব্রত সে সম্মেলনে যোগদান করেন এবং বেশ ক'টি বক্তৃতা করেন। লন্ডনেই তাঁর সাথে সাক্ষাৎ ঘটে তাঁর শিক্ষক দার্শনিক ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের। ইন্টারন্যাশনাল ফেলোশিপ কমিটির সম্পাদক হিসেবে এরপর তিনি আমেরিকার ৬৩টি শহরে ভ্রমণ করেন এবং মোট ৩৫৪টি বক্তৃতা প্রদান করেন।

আগ্রহী পাঠকের জানা আছে ভারতবর্ষের বাইরে বৈষ্ণবধর্মকে প্রচারে যে-দু'জন ইংরেজি-শিক্ষিত ধর্মগুরু বিশেষ প্রভাব ফেলেছিলেন তাঁদের একজন হলেন এসি ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ (১৮৯৬-১৯৭৭) এবং অন্যজন হলেন ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী। ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী (১৮৭৪-১৯৩৭) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কোলকাতাকেন্দ্রিক গৌড়ীয় মঠের প্রতিনিধি হিসেবেই প্রভুপাদ ১৯৬৫ সালে উত্তর আমেরিকাতে আসেন এবং ১৯৬৬ সালে নিউ ইয়র্কে বর্তমানে বিশ্বজুড়ে ব্যাপকভাবে ইস্‌কন নামের প্রসারিত প্রতিষ্ঠানটির ভিত্তি স্থাপন করেন। কৃষ্ণভাবনাকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দেবার কাজে ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারীও বহুউচ্চার্য এক নাম। ❑

[* 'কানাডীয় সাহিত্য : বিচ্ছিন্ন ভাবনা', 'শ্রীচৈতন্যদেব', 'আমার মহাভারত', 'রবীন্দ্রনাথ : কম-জানা, অজানা' প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক]

শিকাগোতে মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর ভাষণের অংশবিশেষ :

**"The whole world our family
The sky our canopy, nature our bed,
Earth our world mother, all beings brothers,
Hari Purusha Jagad Bondhu over our head."**

**"সমস্ত বিশ্ব একটি গৃহ পরিবার,
আকাশ আমাদের আচ্ছাদন,
প্রকৃতি আমাদের শয্যা,
পৃথিবী আমাদের মাতা
জগতের সকল প্রাণী আমাদের ভাই
হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু আছেন শিরোপরি।"**

SHYAMADAS (SAM) MUKHERJEE

সকলকে জানাই
শারদ শুভেচ্ছা

The name stands on trust

বাড়ি ক্রয় বা বিক্রয়ের নির্ভরযোগ্য নাম

Shyamadas (SAM) Mukherjee

Sales Representative

REALTOR® MLS® MULTIPLE LISTING SERVICE

Tel: 416-298-8383 Fax: 416-298-8303
2250 Markham Road, Unit 3,
Toronto ON M1B 2W4

Century 21® Innovative Realty Inc.

RESPONSIBILITY OWNED AND OPERATED

BROKERAGE
Member of the Toronto Real Estate Board

Direct: 416-822-3225

mukherjee_sam@yahoo.ca
www.century21.ca/shyamadas.mukherjee

মা দুর্গা ও ধর্ম বিষয়ে দু'চার কথা

মৃণাল কান্তি মজুমদার

যুগ যুগ ধরে মহাসমারোহে বাঙালিদের দ্বারা পূজিত হয়ে আসছেন মা দুর্গা। প্রতিবছর মায়ের পূজার দিনগুলিতে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সাধ্যমত নতুন পোশাক পরিধান করে আনন্দে মেতে ওঠে। শরতের শিশির ভেজা সকালে শিউলি ফুলের সুমিষ্ট গন্ধ ও সাদা কাশফুলের উপস্থিতি বর্ষন শেষে স্নিগ্ধ শীতল ধরণী অপূর্ব রূপের ডালি নিয়ে মায়ের আগমন বার্তা ঘোষণা করে।

প্রতিবারের মত মা এবারও মর্ত্যে আসবেন ভক্তের পূজা নিতে এবং পূজা নিয়ে কৈলাসে দেবাদিদেব শিবের কাছে ফিরে যাবেন। আমরাও মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে নিত্যনৈমিত্তিক কাজের মধ্যে ডুবে যাবো।

আমরা অসুরনাশিনী মায়ের পূজা করে থাকি সমাজের যাবতীয় অন্যায় থেকে মুক্ত হতে এবং অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে আপোষহীন লড়াইয়ের অঙ্গীকারবদ্ধ হতে।

বর্তমানে বাঙালি সমাজ চরম সংকটের সম্মুখীন, যা হল দারিদ্র্য ও জাতপাতের বৈরীতা। নানা ধর্মে বিভক্ত আমাদের মানব সমাজ। যেমন– হিন্দু, মুসলিম, খ্রিষ্টান, শিখ্, জৈন, বৌদ্ধ ইত্যাদি। সব ধর্মেরই মূল বক্তব্য হল যাবতীয় অন্যায় অবিচার ও বৈষম্যমুক্ত সমাজ গঠন। তাই ধর্ম হল অনুশাসন পরিবৃত একটি পরিবাররূপী পৃথিবী। যেমন একটি পরিবার সুন্দর নিয়মনীতির মাধ্যমে চললে সংসার সুখের হয়, তেমনি লোভলিপ্সা বর্জন করে ধর্মের পথে চললে পৃথিবীও হতে পারে সকলের বাসযোগ্য স্বর্গভূমি। যারা পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দকে তুচ্ছ জ্ঞান করে মানুষের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব বজায় রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে যান তারা হলেন প্রকৃত ধার্মিক।

ধর্ম তো মানুষের কল্যাণের জন্য। তবে মানুষই যদি না বাঁচে তাহলে কার জন্য ধর্ম? কিন্তু রাজনৈতিক নেতারা যেভাবে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যাবতীয় অন্যায় ঢাকতে ধর্মকে ব্যবহার করে চলেছে তা অতীব নিন্দনীয়। এর ফলে জাতপাতের ভেদাভেদ সাম্প্রদায়িকতাকে মদদ দিয়ে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার দিকে সাধারণ মানুষকে ঠেলে দিচ্ছে। এই ধরণের জঘন্য কাজে লোভী, স্বার্থপর, স্বঘোষিত ধর্মগুরুরাও জড়িয়ে পড়েছে, বিশেষ করে ভারত ও বাংলাদেশের মত দারিদ্র-পীড়িত দেশের জনগণকে চরম বিপদের মধ্যে ফেলেছে। এছাড়াও সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলিও ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করে এবং সাধারণ মানুষকে খুন করে কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূ বিত্তশালীদের সামাজিক শোষন বঞ্চনার কাজকে ত্বরান্বিত করছে।

অভাব, দারিদ্র্য ও ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় জর্জরিত মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রেখে ধর্মের পথে চলা অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

দারিদ্র্যতা যে ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে ঘোর অন্তরায় সে সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন–

"ওরে ধর্ম ধর্ম করতে গেলে আগে কুর্মাবতারের পূজা চাই। পেট হচ্ছে সেই কুর্ম। একে আগে ঠাণ্ডা না করলে তোর ধর্মকর্মের কথা কেউ নেবে না। দেখতে পাচ্ছিস না পেটের চিন্তাতেই ভারত অস্থির। ধর্ম কথা শোনাতে এলে আগে এদেশের লোকের পেটের চিন্তা দূর করতে হবে। নতুবা শুধু লেকচার ফেকচারে কোনো কাজ হবে না।"

"ওরে ধর্ম ধর্ম করতে গেলে আগে কুর্মাবতারের পূজা চাই। পেট হচ্ছে সেই কুর্ম। একে আগে ঠাণ্ডা না করলে তোর ধর্মকর্মের কথা কেউ নেবে না। দেখতে পাচ্ছিস না পেটের চিন্তাতেই ভারত অস্থির। ধর্ম কথা শোনাতে এলে আগে এদেশের লোকের পেটের চিন্তা দূর করতে হবে। নতুবা শুধু লেকচার ফেকচারে কোনো কাজ হবে না।"

তাই দুর্গা মায়ের পূজা আরাধনাকে শুধু প্রকৃত উৎসব পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। অসুরনাশিনী মায়ের সন্তান হিসেবে সমাজের যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে এবং সমাজকে কলুষতামুক্ত করে সকলের খেয়ে-পরে বাঁচার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে, তবেই হবে প্রকৃত ধর্মকে রক্ষা করা।

তাই মায়ের কাছে নিবেদন–

এস মঙ্গলদায়িনী মা
নবরূপে ধরণী পরে, সন্তানরা তব মুখ পানে চেয়ে।
শান্তি ফিরুক ঘরে ঘরে ॥
অন্যায় অবিচার দূর হয়ে যাক
দুর্নীতি মুক্ত হোক সমাজ।
ভালোবাসা ও সম্প্রীতির মন্ত্র
উচ্চারিত হোক দিকে দিকে আজ। ❑

দুর্গাপূজা উপলক্ষে সবাইকে শারদ শুভেচ্ছা

www.bangladeshhindus.com
News about Bangladesh Hindus. You are welcome to send any news about Bangladesh Hindus. Please send email at contact@bangladeshhindus.com

www.bangladeshtemples.com
We are putting information about Bangladesh Temples in this website. Please send photos and a brief description of your temples. Please send email at contact@bangladeshhindus.com

www.pakistantemples.com
A dadabase of temples in Pakistan

www.bharatbarsha.com
An initiative for information about bharatbarsha since ancient time. Please sent email to contact@bharatbarsha.com

SRI CHANDRA MADHAB DEBNATH ENDOWMENT

Hindu Heritage Endowment

A multi-million-dollar professionally managed, publicly supported charitable endowment established to strengthen Hinduism worldwide since 1994

An endowment trust fund established in the USA to help temples and orphanages in Bangladesh. Your contribution is welcome.

Grant recipients are:

1. Sri Sri Madan Mohan Mandir, Sukdev Palli, Daulatkhan, Bhola, Bangladesh
2. Sri Sri Madan Mohan Bauji Mandir, Daulatkhan Bazar, Bhola, Bangladesh
3. Sri Sri Kali Bari Mandir, Daulatkhan Bazar, Bhola, Bangladesh
4. Sri Sri Radha Damodhar Jeo Mandir and Dandadhar Babaji Sevashram, Bara Mirjakalu, Borhanuddin, Bhola, Bangladesh
5. Sri Sri Gita Sangha, Alexander, Ramgati, Lakhsmipur, Bangladesh
6. Sri Sri Gouranga Mahaprabhu Jeo Mandir, Dalalbazar, Lakhsmipur, Bangladesh
7. Sri Sri Radha Gobinda Mandir, Dattapukur, North 24 Pargana, West Bengal, Bharat
8. Sri Sri Shristitala Mandir, Charpata, Daulatkhan, Bhola, Bangladesh
9. Sri Sri Krishna Mandir, Borhanganj, Borhanuddin, Bhola, Bangladesh

Contact us:
Sri Chandra Madhab Debnath Endowment
Hindu Heritage Endowment 107 Kaholalele Road Kappa Hawali 96746-9304 USA
Phone: 1 808 822 3012 ext. 244 Fax: 1 808 822 3152 E-mail: hhe@hindu.org
www.hheonline.org

Online Domain www.onlinedomain.info
Email: contact@onlinedomain.info

Domain Names, Web Hosting, Email Accounts, SSL Certificates